প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৬

প্রকাশক : সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপেরা ॥ ২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

মুদ্রাকর : মদন মোহন চৌধুরী

শ্রীদামোদর প্রেস ॥ ৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : জহরলাল দাস

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদ্বিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জীবন যাদের কিছু দেয়নি—বঞ্চিত করেছে প্রতি পদে পদে—অভিশপ্ত কান্নাগুলোকে বুকে চেপে রেখে যারা আজ পরিত্যক্ত, তারা এখন উঠে দাঁড়াতে চায়, ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিতে চায় সবকিছু। দু'হাত দিয়ে সরাতে চায় প্রাণপণে পৃথিবীর সব জঞ্জাল।

যাতে এ নাটক জীবনের কথা শোনায় সেই চেষ্টাই করেছি—সফল হয়েছি কিনা জানি না। পাঠক, দর্শক এবং নাট্যানুরাগী মহলে স্থান পেলে আনন্দিত হব।

এই নাট্যকারের

পূর্ণাঙ্গ

'মুছেও যা মোছে না ( ২য় সংস্করণ )
গেটম্যান ( " )
রাজা বদল ( " )
বায়েন ( " )
জীবনটাই জুয়া ( " )
লৌহকপাট ( ৩য় সংস্করণ )
শঙ্খবিষ
নিহত নিয়তি
চিতাভস্ম
পলাশের রং
ইস্তাহার
নায়কের সন্ধানে
লাভার্স লেন
ইনটারভিউ
দ্রৌপদী

একাঙ্ক

দুটি প্রাণ একটি মন/বধূবরণ
চন্দ্রবিন্দু/বিসর্গ
মিলহারা ছন্দ ( ২য় সংস্করণ )
বাজীকর/কবর থেকে বলছি
মৃত্যুঘণ্টা/উল্কাপাত/বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা

## চ রি ত্র লি পি

যজ্ঞেশ্বর

ঝুটেমল

অনাদি

পুলক

অমিয়বাবু

সানু

বিষ্টু

কান্তি

গোকুল

হরিদাস

পল্টু

মোহন

লালু

ইন্‌সপেক্টর ঃ পুলিশ

......

অঞ্জলি

# সূর্য এনে দাও

## মঞ্চ-নির্দেশ

[ দৃশ্য পরিবর্তন না ক'রে একই সেটে অভিনয় করার জন্যে, দুই অংশে ভাগ করা থাকবে মঞ্চ। সামনে ও পেছন। নিচু ও উঁচু ( দ্বিস্তর )।

শেষ সীমানায় কালো পর্দা। তাতে মস্ত একটা হাঙ্গরের মুখ ( কাগজে আঁকা )।

চরিত্রও দুভাগে বিভক্ত। যারা ওপরের ঘটনায় জড়িত, তাদের স্থান উঁচুতে। ঢোকা-বেরোনোও সেই পথে।

আর নিচুতলার মানুষের জন্যে সামনেটা। তবে ঘটনার প্রয়োজনে নিচের চরিত্র ওপরে উঠতে পারবে, আবার ওপরের চরিত্র নেমেও আসতে পারবে।

আলোর কাজ হবে যখন যেখানে চরিত্র তাকে অনুসরণ করা। যেগুলো কল্পনার দৃশ্য, তাকে রহস্যময় ক'রে তুলতে রঙের ব্যবহার চাই।

অভিনয়ের সময় বসার জন্যে সামনেটায় বাক্স জাতীয় কিছু ( কালো কাপড়ে ঢাকা ) থাকবে। যা প্রয়োজনে এদিক-ওদিক করা যেতে পারে। তবে যথাস্থানে চরিত্রকেই এগুলো সরিয়ে রেখে যেতে হবে।

ওপরতলায় দুখানা চেয়ার আর একখানা সেণ্টারিং টেবিল থাকলেই হবে। অন্য যা কিছু দরকার, তা চরিত্রের তাগিদে চরিত্রই মেটাবে।

সামনের দুদিকে উইংশে অনেকগুলো যুবক-যুবতীর মুখ ( কাগজে আঁকা ) থাকবে। যার কোনটায় ক্রোধ, কোনটায় হতাশা, আবার কোনটায় দুঃখ ফুটে উঠেছে।

তবে যারা এক সেটে অভিনয় করতে চান না, তারা একাধিক দৃশ্যে ভাগ ক'রে নিতে পারেন।

## ॥ প্রথম পর্ব ॥

[ একটা ট্রেন ছাড়ার শব্দ উঠে মিলিয়ে যায়। তারপর পর্দা খোলে। সময় সকাল। পুলক ঢোকে হন্‌হনিয়ে কিন্তু ট্রেনটা চলে গেল দেখে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর একটা সিগারেট ধরায়। এমনি সময় অঞ্জলি ফেরে। পুলককে এ ভাবে দেখে, যেতে গিয়েও ফিরে আসে। পুলকের খেয়াল নেই। তখন অঞ্জলি একটা হাল্কা শ্বাস ফেলে, কাছে এসে ব'লে ওঠে— ]

অঞ্জলি। পুলকদা, আপনি। কি ভাবছেন এখানে দাঁড়িয়ে ?

পুলক। ও—তুমি।

অঞ্জলি। নামটা উচ্চারণ করতে ঘেন্না করলো বুঝি ?

পুলক। ঘেন্না করবে কেন।

অঞ্জলি। সবার তো তাই করে। যাক—আপনার কাণে তাহলে এখনও যায়নি ?

পুলক। এই সকালের ট্রেনে কোথা থেকে আসছ ?

অঞ্জলি। আমি তো রোজই আসি এই সময়।

পুলক। কি করছো আজকাল ? চাকরি পেয়েছ ?

অঞ্জলি। হ্যাঁ—

পুলক। তাহলে তো সুখবর।

অঞ্জলি। আর আপনি ?

পুলক। কই আর পেলাম।

অঞ্জলি। টিউশনি এখনও করেন ?

পুলক। শিক্ষিত-বেকারের ওটাই তো সম্বল।

অঞ্জলি। আপনার ভাল লাগে ?

পুলক। করতে হয় করি।

অঞ্জলি। আশ্চর্য। পাড়ার সব চেয়ে ভাল ছেলে আপনি। অনার্স গ্রাজুয়েট। অথচ একটা চাকরি আজও পেলেন না।

পুলক। তুমি কি ক'রে পেলে অঞ্জলি !

অঞ্জলি। তাও একটা পাশ করে, কি বলুন ?

পুলক। অবশ্য—ভালই হয়েছে। তোমার যা সংসারের অবস্থা—

অঞ্জলি। এখন আর তেমন নেই। কিন্তু আমি আপনার কথা ভাবছি। এত ভাল ছেলে হয়েও কিনা—

পুলক। কেন, তুমিও কি ভাল মেয়ে নও ?

অঞ্জলি। একদিন ছিলাম—

পুলক। তার মানে !

অঞ্জলি। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারছেন না ?

পুলক। কি বুঝবো ?

অঞ্জলি। সে চোখ আপনার নেই। মনে আছে পুলকদা, আমাদের বাড়ীতে যেদিন প্রথম পড়াতে গিয়েছিলেন, চোখে চোখ রেখে তো কথাই বলতে পারেননি।

পুলক। সে কথা থাক। এখন কি হয়েছে বলোতো ?

অঞ্জলি। তাহলে সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইতে হবে। আপনি হয়ত বিরক্ত হবেন।

পুলক। না-না, তুমি বলো ! ট্রেনটা যখন ফেল হয়েই গেল, তখন তো অপেক্ষা করতেই হবে।

অঞ্জলি। তবু সে সব কথা আপনার না শোনাই ভাল।

পুলক। কিন্তু কি এমন কথা ?

অঞ্জলি। যা শুনলে এই আগ্রহ থাকবে না। দূর থেকেই হয়ত মুখ ফিরিয়ে চলে যাবেন। যা অন্যেরা এখন করে। আর বখাটে ছেলেগুলোর তো কথাই নেই। ওরা যে কি ভাবে আমায়। আজ আমি যাই পুলকদা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

পুলক। ইচ্ছে না হয় বলো না।

অঞ্জলি। আপনি রাগ করছেন ?

পুলক। রাগ করবো কেন ?

অঞ্জলি। তবু আপনি যখন জানতে চাইলেন, তাহলে দু' ভাঁড় চা দিতে বলি ঐ দোকানে। আমার পয়সায় খাবেন তো ?

পুলক। তোমার কি হয়েছে বলোতো অঞ্জলি ? কাল রাতে কি ঘুমোওনি ?

অঞ্জলি। চায়ের কথা ব'লে আসি আগে—বড্ড হাই উঠছে। (বাইরের দিকে হেঁকে) এই যে—এখানে দু' ভাঁড় চা দিয়ে যেও তো ভাই। [ফিরে এসে] বুঝলেন পুলকদা, আমার এ এমন চাকরি, রোজই নাইট-ডিউটি করতে হয়।

পুলক। তা হক। তবুতো চাকরি। আমরা যে তাও পাচ্ছি না।

অঞ্জলি। আপনি পাশ ক'রে বেরিয়েছেন, বছর আষ্টেক হলো, তাই না পুলকদা?

পুলক। ঐ রকমই হবে। তাইতো এক-এক সময় ভাবি—

অঞ্জলি। আমিও ভাবতাম পুলকদা। কিন্তু এখন সব শেষ। পেঁজা তুলোর মত যেন ভেসে বেড়াচ্ছি। সংসারের টাকা রোজগারের যেন একটা যন্ত্র আমি। প্রথম-প্রথম কানাঘুষা শুনে বাবা-মার একটু লজ্জা ভাব ছিল। কিন্তু এখন আর তাও নেই। এই যেতে যতক্ষণ—গেলেই মা এসে দাঁড়াবেন--বাজারের টাকা দে অঞ্জলি। আচ্ছা— এমন কেন হলো বলুন তো?

পুলক। তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না অঞ্জলি।

[দু' ভাঁড় চা নিয়ে ঢোকে পল্টু]

অঞ্জলি। নিন—চা খান। এই নাও ভাই পয়সা।

[পল্টু ওদের দিকে তাকাতে-তাকাতে চলে যায়]

পুলক। তোমার ব্যাগে অত টাকা। একলা আসতে ভয় করছিল না?

অঞ্জলি। না— আমাকেই এখন সবাই ভয় করে পুলকদা। আপনি

তো কোন খবরই রাখেন না। তবুও বলি—আপনার ভাই সান্নুকে একটু সাবধান হতে বলবেন।

পুলক। কেন। কি করেছে সে?

অঞ্জলি। সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করবেন। এদিকটায় পুলিশ পাহারা জোরদার করেছে, এইটুকু বললেই বুঝবে।

পুলক। তুমি এত খবর রাখো কি ক'রে?

অঞ্জলি। চোখ থাকলে আপনিও দেখতে পাবেন।

পুলক। কি জানি। শুনেছি বটে কি সব ক'রে বেড়ায়। তাতে নাকি রোজগারও ভাল।

অঞ্জলি। সিগারেট খাবেন? ভালো সিগারেট। অনেক দাম। রাখুন এটা আপনার কাছে। [ প্যাকেট দেয় ]

পুলক। তুমি কোথায় পেলে?

অঞ্জলি। রাত জাগা চাকরি তো। বড্ড ঘুম পায়। তাই মাঝে-মাঝে—

পুলক। তু-মি।

অঞ্জলি। কি দেখছেন অমন ক'রে? এতক্ষণে বুঝি হুঁশ হলো? সত্যিই আপনি বড্ড ভাল ছেলে। সেই কত বছর আগে আমায় যখন পড়াতেন—

পুলক। তোমার মুখে কিসের গন্ধও পাচ্ছি যেন।

অঞ্জলি। ওষুধের। নইলে শরীর থাকবে কি ক'রে? রোজ সন্ধ্যের ট্রেনে একলা বেরোই আর ফিরতে সেই সকাল। তার মাঝে অনন্ত যন্ত্রণা। এবার যাই—কেউ আবার দেখে ফেললে আপনারই বদনাম হবে। এ-অঞ্জলি সে-অঞ্জলি

নয় পুলকদা। সে-অঞ্জলি মারা গেছে। আর সে যে কি দুঃখে মরেছে, তা কেউ না বুঝলেও, আপনি অন্তত একটু বোঝবার চেষ্টা করবেন পুলকদা। [ ছলছল চোখে ]

পুলক। কিন্তু অঞ্জলি—এ যে আমি ভাবতেও পারছি না।

অঞ্জলি। তবু সংসারের মুখ চেয়ে এই পথে নামতে হয়েছে। নইলে ওরা কেউ বাঁচতো না। বাবা বুড়ো হয়েছেন। ছোট-ছোট ভাই-বোন নিয়ে কতগুলো প্রাণী। এই রে—আপনি কি সত্যিই আমার জন্যে ভাবতে স্বরু করলেন?

পুলক। এখনও কি ফেরার পথ নেই?

অঞ্জলি। ফেরা! নরক থেকে? না পুলকদা। মেয়েদের জীবনে এর থেকে বড় অভিশাপ আর কিছু নেই। তবু মরার থেকে তো ভাল। খাসা বেঁচে আছি। এও তো এক সুখ। তবে বড় জ্বালা। আমি যাই পুলকদা—ওই কারা এদিকে আসছে। আমি চলি—

[ অঞ্জলি বেরিয়ে যায়। পুলক কত কি ভাবে। এমন সময় ঢুকতে দেখা গেল অমিয়বাবুকে। হাতে বাজারের ব্যাগ। ]

অমিয়। একি! তুই এখানে দাঁড়িয়ে?

পুলক। ট্রেনটা ফেল করলাম বাবা।

অমিয়। যত ফেল তোর কপালেই জোটে। সেই সাত-সকালে বেরিয়েছিস। কখন আর যাবি? আর কেই বা বসে থাকবে তোর জন্যে।

পুলক। আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

অমিয়। এই যে—পেট ভরাতে হবে তো? (বাজারের থলি দেখিয়ে) না মরা পর্যন্ত এর থেকে তো নিস্তার নেই। কোথায় তুই বড় ছেলে, চাকরি ক'রে এনে খাওয়াবি, তা টিউশানি ছাড়া তোর কপালে আরতো কিছুই জুটলো না। অথচ তোকে লেখাপড়া শেখাতে আমি কি-না করেছি।

পুলক। ওসব কথা এখন থাক বাবা।

অমিয়। কিন্তু না ব'লেও তো পারিনে। নেহাত সান্টুটা দু' পয়সা আনে তাই। অথচ সেও তো চাকরি-বাকরি কিছু করে না। একটু চালাক-চতুর হ' পুলক। নইলে আর যে চলে না।

পুলক। আমি কি চেষ্টা করছি না?

অমিয়। ও চেষ্টার কম্ম নয়। সে যুগ আর নেই। নইলে আমাকেও তো দেখেছিস। কখনও রাইট্ টাইম ছাড়া অফিস যাইনি। এক পয়সা ঘুষ নেওয়াকে মনে করতাম অপরাধ। কিন্তু কি পেলাম? তাই তো অনেকে বলে—অমিয় সরকারটা কি বোকা। স্টোরবাবু হয়ে গুছিয়ে নিতে পারলেন না। কথাটা মিথ্যে নয়। কোন দাম নেই—কোন দাম নেই। ঐ যে—আসার সময় দেখলাম সুখময়বাবুর মেয়ে অঞ্জলিকে যেতে। কেমন সংসারটাকে গুছিয়ে ফেলেছে। অথর্ব বাপ, অতগুলো ভাই-বোন, চালাচ্ছে তো যাহ'ক ক'রে। ও যদি মেয়ে হয়ে পারে, তুই পারবিনে পুলক?

পুলক। ও কি করে, আপনি জানেন?

অমিয়। লোকে তো অনেক কথাই বলে। কিন্তু ওদের সংসারটা কি দেখবে? ছাড় দেখি ওসব। মনটাকে শক্ত কর। ভুলে যা এতদিন যা শিখিয়েছি। স্রেফ ভুয়ো। যাই— আবার দেরী হয়ে যাবে ফিরতে। মনে রাখিস কথাটা। তাতে তোরই ভাল হবে। আমি আর ক'দিন—

[ অমিয়বাবু বেরিয়ে গেল। পুলক একটা সিগারেট ধরাতে দেশলাই জ্বালায়। ঠিক সেই সময়ে সান্নু ও কান্তি ঢোকে। হাতে সিগারেট। ]

সান্নু। ( পুলককে না চিনে ) আগুনটা দেখি?

[ পুলক ঘুরে আগুনটা দিতে গেলেই সান্নু চমকে ওঠে ]

একি! তুমি এখানে কি করছ বড়দা?

পুলক। ট্রেনটা ফেল করলাম—

সান্নু। ইশ্—তাহলে এখন কি করবে? কার কাছে যে চাকরির জন্যে যাবার কথা ছিল। বাসে চলে যাও।

পুলক। না,—পরের ট্রেনেই যাবো। তুই কোথা থেকে আসছিস্?

সান্নু। যেখানে রোজ যাই।

পুলক। তোর সঙ্গে ও কে রে?

সান্নু। আমার বন্ধু কান্তি। একসঙ্গে পড়তাম। এখন সহকর্মী।

কান্তি। নমস্কার বড়দা—

সান্নু। এই নাও টাকাটা রাখো। বাসেই চলে যাও?

পুলক। কিন্তু এখন গিয়ে কি পাবো?

সান্নু। তোমার এই দো-মনা ভাবটাই খারাপ। ওতে কিছুই হবে না। অন্য কোথাও ভরসা পেলে?

পুলক। কই। সে রকম তো কিছু—

কান্তি। হবে না বড়দা। আমরাও তো কম চেষ্টা করিনি। কাজের সময় সব শালাই—সরি—কিছু মনে করবেন না। তবে এখন আমরা শেয়ানা হয়ে গেছি। ওই যে আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আখের গুছোবে আর আমরা বেকুবের মত হরিদাসের চায়ের দোকানে ব'সে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখবো, ওর মধ্যে নেই। ফেল কড়ি মাখ তেল। একদম নগদা কারবার। কি বলিস সান্নু ?

সান্নু। যাও—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

কান্তি। চলে যান বড়দা। ট্রেনের হয়ত গণ্ডগোল আছে।

পুলক। তাই যাই। এটা রাখ—

[ অঞ্জলির দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা দিয়ে পুলক চলে যায় স্টেশনের দিকে ]

কান্তি। এ যে দেখছি খাস বিলিতী।

সান্নু। কেউ দিয়েছে হয়ত। নে ধরা—

[ পল্টু ঢোকে চা নিয়ে ]

সান্নু। ভাল চা এনেছিস্ তো ?

কান্তি। ঘোড়ার পেচ্ছাব হলে তোকেও আজ পেচ্ছাব করিয়ে ছাড়বো।

পল্টু। খেয়ে দেখো না—

সান্নু। ঠিক আছে। যা—

পল্টু। পয়সা দাও।

কান্তি। দশ টাকা যে জমা ছিল, তার হিসেব নিয়ে আয় আগে।

পল্টু। হাই বাপ্। সে তো কবে খরচা হয়ে গেছে।

সান্নু। মেলা ভ্যাজ্-ভ্যাজ্ করিস্‌নে পল্টু। মেজাজ ভাল নেই।

কান্তি। তোর মালিককে বলগে যা, লিখে রাখতে। ভাঙানি নেই।

পল্টু। একটা কথা বলব সান্নুদা?

সান্নু। কি কথা?

পল্টু। একটু আগে তোমার বড়দা, সেই তার সঙ্গে খুব গপ্প জমিয়েছিল এখানে।

সান্নু। তুই কি অঞ্জলির কথা বলছিস্?

পল্টু। হ্যাঁ-হ্যাঁ—নামটা মনে আসছিল না।

কান্তি। ধরতে হবে তো একদিন। আমিও ক'দিন দেখেছি। কোথায় যায় বলতো?

সান্নু। খবরদার কান্তি। অমন কাজও করিসনে। ও একেবারে কালনাগিনী। অনেকদিন আগে বড়দা ওকে পড়াতো।

কান্তি। আর সেই এখন পড়াচ্ছে বুঝি?

সান্নু। বড়দাকে পারবে না অত সহজে। নম্বর ওয়ান্ গুড্ বয়্। আর অঞ্জলির কারবার হোটেলে-রেঁস্তোরায়। বিগ্-বিগ্ পার্টি।

পল্টু। তবে মনটা ভাল।

কান্তি। প্রেমে পড়েছিস্ বুঝি?

পল্টু। দূর! কি যে বলো? সে আমার দিদির মত।

কান্তি। আহা! কি আমার ভাইরে! শালা খচ্চর কোথাকার! দিদির প্রেম করা দেখছো? যা ভাগ্—

[ পল্টুকে তাড়া করতেই পালায়। ওরা হেসে ওঠে ]

কান্তি। দে আর একটা সিগারেট—( প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ) এ নিঘ্‌ঘ্যাৎ সেই তোর বড়দাকেই দিয়েছে। শুঁকে দেখ, মেয়ে-মেয়ে গন্ধ।

সানু। তোর সেই মেয়েটার কি খবর রে ?

কান্তি। জবাব দিয়ে দিয়েছি। রোজ-রোজ ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচানি ভাল লাগে না। শালা—প্রেম করা নয়ত। হাতী পোষা। একটা না একটা লেগেই আছে। কোথাও যে নিয়ে বেরোবি, যা দেখবে, তাই লাভ্‌লি। দাও কিনে।

সানু। আমি বাবা ওর মধ্যে নেই।

কান্তি। ভাল আছিস। তবে বড়দার মত যদি পটকাতে পারিস—

[ এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে গোকুল ঢোকে ]

গোকুল। তোরা এখানে। আর আমি শালা খুঁজে মরছি। শীগ্‌গীর চ—মাল বোঝাই শুরু করেছে অনাদিচরণ।

সানু। সত্যি ?

গোকুল। গিয়ে দেখবি চ না ? ত্রেরপল ঢাকা বেবীফুড।

কান্তি। শালা সেদিন খুব হিড়িক্‌ মেরেছিল। আজ ওর বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়বো। আয় সানু—

[ কান্তি, গোকুল ও সানু বেরিয়ে যায়। সামনের আলোটা সরে গিয়ে পড়ে উঁচুতে। দেখা যায়—রত্নেশ্বর বাইরে থেকে ঢুকছে। সঙ্গে অনাদি। হাতে তার একটা ফাইল। ]

রত্নেশ্বর। তাহলে এখন কি করবে অনাদি ?

অনাদি। তাই ভাবছি স্যার।

রত্নেশ্বর। এর আগেও একবার হামলা করেছিল না ? [ বসে ]

অনাদি। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রত্নেশ্বর। তাহলে ব্যবস্থা একটা করতে হয়।

অনাদি। কিন্তু ততক্ষণ কি গাড়ি আটকে রাখা ঠিক হবে ? যদি আরও লোক জুটে যায়! কিছুই যে থাকবে না স্যার। কম টাকার মাল তো নয়। বলছিলাম স্যার, পুলিশে খবর দিলে হয় না ?

রত্নেশ্বর। তুমি একটা হোপলেস্ অনাদি। ম্যানেজারি ছেড়ে দাও।

অনাদি। কেন স্যার!

রত্নেশ্বর। পুলিশে খবব দিলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে না ? আপাতত মিটিয়ে নাও যা হোক ক'রে। এমনভাবে খবর দিলে, সব কাজ ফেলে আমায় এখানে ছুটে আসতে হলো।

অনাদি। তাহলে আমি যাই স্যার ?

রত্নেশ্বর। তবে ওরা যেন বুঝতে না পারে যে তুমি ভয় পেয়ে টাকাটা দিচ্ছ। ভাবখানা এমন দেখাবে, যেন কিছুই নয়।

অনাদি। কিন্তু তারপব ?

রত্নেশ্বর। আছে অনাদি, আছে—যদিও মনস্থির করিনি, তবে মন যখন হয়েছে এবার ইলেকশানে দাঁড়াবার, তখন ছেলেগুলো কাজে লাগতে পারে।

অনাদি। তাই বলুন স্যার। এতক্ষণ আমার মাথায়ই ঢোকেনি। এ তো সুখবর। আমিও কতবার বলেছি, দেশের সেবা করতে আপনাদেরই এগিয়ে যাওয়া উচিত।

রত্নেশ্বর। তাই ভাবছি—

অনাদি। আমরা তো আছি স্যার। টাকা ছড়ালে আবার ভোটের অভাব।

রত্নেশ্বর। না হে অনাদি, লোকে এখন অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে। আচ্ছা—তুমি এখন যাও। ছেলেগুলোকে বলবে যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

অনাদি। এখুনি গিয়ে বলছি স্যার—

[ অনাদি বেরিয়ে যায়। রত্নেশ্বর সিগারেটের ধোঁয়ায় কুণ্ডুলি পাকায়। ঝুটেমলকে ঢুকতে দেখা গেলো। ]

রত্নেশ্বর। আরে—আসুন-আসুন ঝুটেমলজী, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ঝুটেমল। বোলেন, কি করতে পারি? [ বসে ]

রত্নেশ্বর। টাকা চাই। ইলেকশনে দাঁড়াবো।

ঝুটেমল। থুব ভালো কথা। তাঃপর মিনিস্টার হোবেন। লেকেন হামাকে ভুলিয়ে যাবেন না।

রত্নেশ্বর। তাহলে এখনও রত্নেশ্বরকে চেনেননি ঝুটেমলজী।

ঝুটেমল। হাঁ-হাঁ, ও আমি ভাল কোরে জানে।

রত্নেশ্বর। তাহলে বলুন, আপনি রাজি?

ঝুটেমল। ব্যাওসা করতে নেমেছি যখন ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

রত্নেশ্বর। গুড্—তাহলে আসুন আজ সন্ধ্যেয়। আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি।

ঝুটেমল। কি খাওয়াবেন?

রত্নেশ্বর। সেটা এখুনি নাই বা শুনলেন। তবে আপনি যা ভালবাসেন সে ব্যবস্থা থাকবে।

ঝুটেমল। তব্ তো জরুর আসবে। জরুর—আচ্ছা—এখন চোলে? জরুার কাম আছে। কুছু ঘাবড়াবেন না। হামি আছে, আপনি লড়িয়ে যান রত্নেশ্বরবাবু। নইলে হামাদের কারবার ঠিক জমছে না।

রত্নেশ্বর। সেই সব ভেবেই তো ঠিক করলাম।

ঝুটেমল। বহুৎ আচ্ছা। দেশের সেবা ভি হোবে, আউর হামাদের—

রত্নেশ্বর। যাকে বলে—এক ঢিলে দুই পাখি মারা, কি বলেন?

ঝুটেমল। উইস্ ইউ গুড্ লাক—

রত্নেশ্বর। সেম্ টু ইউ—

[হাতে হাত মিলিয়ে ঝুটেমল বেরিয়ে যায়। রত্নেশ্বর ফাইলে মনোনিবেশ করে। এমন সময় অনাদি ঢোকে]

অনাদি। ঝামেলা মিটিয়ে এলাম স্যার।

রত্নেশ্বর। গুড্—টেক ইওর সিট্।

অনাদি। ঠিক আছে স্যার। আপনি বসুন।

রত্নেশ্বর। গোডাউনের অবস্থা কি রকম?

অনাদি। লরি চারেক মাল পাচার করতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

রত্নেশ্বর। ওগুলো যত তাড়াতাড়ি পারো সাফ ক'রে দাও। কারণ এরপর ওদিক নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময় থাকবে না।

অনাদি। কিন্তু স্যার, ঝুটমলের সঙ্গে যে এগ্রিমেন্ট রয়েছে?

রত্নেশ্বর। সে ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি এর মধ্যে কিছু মাল ন্যায্য দামে যাতে এখানকার লোক পায় সেই ব্যবস্থা করো।

অনাদি। তাতে যে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে স্যার।

রত্নেশ্বর। কিন্তু মাছ ধরতে গেলে চার তো ফেলতে হবে অনাদি।

অনাদি। তাহলে যায় যাক্ স্যার। কি বলেন?

রত্নেশ্বর। এমনি আরও অনেক কিছু করতে হবে। এই তো সবে শুরু। সন্ধ্যেবেলায় ঝুটেমলজী আসবেন। অঞ্জলিকে চাই। ওকে খবরটা পাঠিয়ে দাও।

অনাদি। আমি নিজেই যাবোখন স্যার। নইলে কেউ যদি আবার ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়।

রত্নেশ্বর। আচ্ছা—তুমি এখন যেতে পারো।

অনাদি। বাইরে একজন অপেক্ষা করছে স্যার। এই চিঠি নিয়ে এসেছে।

রত্নেশ্বর। ( চিঠিতে চোখ বুলিয়ে ) পাঠিয়ে দাও।

অনাদি। দিচ্ছি স্যার—[ পা বাড়াতে যাবে ]

রত্নেশ্বর। শোনো—রাখালকে ভেতরে ব'লে যাওতো আমাকে যেন একটু—

অনাদি। আবার রাখাল কেন। আমিই এনে দিচ্ছি স্যার—

[ ভেতরে যায় অনাদি। রত্নেশ্বর ফাইল দেখে। মদের বোতল ও গেলাস নিয়ে অনাদি ফেরে। সেগুলো টেবিলে রেখে বাইরে চলে যায়। তারপর পুলক ঢোকে। ]

পুলক। আসতে পারি?

রত্নেশ্বর। আসুন—

পুলক। বসবো?

রত্নেশ্বর। নিশ্চয়—দেবীবাবুর সঙ্গে কি ক'রে আলাপ হলো?

পুলক। ওঁর ছেলেকে আমি পড়াই—

রত্নেশ্বর। এখানকার ঠিকানা পেলেন কি ক'রে?

পুলক। আপনার বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই শুনলাম—

রত্নেশ্বর। আই সী—কি করেন?

পুলক। বলতে গেলে কিছুই না।

রত্নেশ্বর। ভেরি ফানি!

পুলক। আমাদের জীবনটাই তো একটা ফান!

রত্নেশ্বর। আমি সে ভেবে বলিনি। ডোণ্ট্ মাইণ্ড্—কি রকম চাকরি পেলে সুবিধে হয়?

পুলক। যা হোক একটা কিছু।

রত্নেশ্বর। ( চিন্তা করতে করতে ) একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে। দেবীবাবু যখন পাঠিয়েছেন—

পুলক। খুব উপকার হয়। অনেক ঘুরেও কিছু জোটাতে পারিনি।

রত্নেশ্বর। ভেরি স্যাড্। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা যদি এইভাবে বেকার ঘুরে বেড়ায় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কি?

পুলক। আপনার কথা শুনে অনেক দিন বাদে যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

রত্নেশ্বর। ওটা আলেয়াও হতে পারে। এ সব চলে? ( মদের গেলাস তুলে )

পুলক। না—

রত্নেশ্বর। সেকি! এই তো বয়েস। একটুখানি অন্তত—

পুলক। নো—থ্যাঙ্কস্—

রত্নেশ্বর। তাহলে চা দিতে বলি—

পুলক। ব্যস্ত হবেন না। এত বেলায় চা খাওয়ার অভ্যে নেই।

রত্নেশ্বর। আমাদের কিন্তু এগুলোই এনার্জি ( চুমুক দিয়ে ) 'তুমি বললে রাগ করবে না তো ?

পুলক। না-না। 'তুমিই' বলুন। নইলে আমিও অস্বস্তি বো করছি।

রত্নেশ্বর। ভাল সময়েই এসে পড়েছ পুলক। তোমার মত একজনকে আমার খুবই দরকার এখন।

পুলক। বলুন—কি করতে হবে ?

রত্নেশ্বর। কত ক'রে পেলে খুশি হও ?

পুলক। যা দেবেন।

রত্নেশ্বর। এই তো! আমরা ব্যবসাদার লোক। অমন কথায় কি কাজ হয় ? শেষে যদি ঠকিয়ে নি ?

পুলক। সেও তো একটা অভিজ্ঞতা—

রত্নেশ্বর। তাহলে শোনো পুলক। সিধে কথার লোক আমি অবশ্য নিন্দুকের আমার অভাব নেই। তবে ওসব ভাবতে গেলে ব্যবসা করা চলে না। তাই বলছি—এমন কিছু কাজ আমি করিয়ে নিতে চাই যার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তুমি পাবে। এখন তুমি রাজি থাকলে বিশদ আলোচনা করতে পারি।

পুলক। তাহলে চাকরি নয় ?

রত্নেশ্বর। আপাতত নয়। তবে ভবিষ্যতে সম্ভাবনা আছে। এবং

নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, যা আমি চাইছি তা পেলে তোমার একটা চাকরির অভাব হবে না।

পুলক। বুঝেছি, এবার বলুন কি সেই কাজ?

ত্নেশ্বর। এই ধরো—সংক্ষেপে আমার একটা জীবনী লিখে দিলে। তারপর বক্তৃতা। যখন যেখানে যেমনটি লেখা দরকার।

পুলক। হঠাৎ এসবের প্রয়োজন?

ত্নেশ্বর। ইলেকশন—

পুলক। আপনি দাঁড়াবেন?

ত্নেশ্বর। হ্যাঁ—

পুলক। কোন্ এলাকায়?

ত্নেশ্বর। এই যে তোমার চিঠিতে যে ঠিকানা আছে—

পুলক। অর্থাৎ রাণীবাজারে?

ত্নেশ্বর। হ্যাঁ—কি রকম হবে বলোতো? তারপর তোমাদের মত ছেলে যদি হাতে পাই—

পুলক। তাহলে বলি—আপনার নাম আমি আগেও শুনেছি। তবে সেই লোক যে আপনি তা কিন্তু না জেনেই দেবী-বাবুর চিঠি নিয়ে এসেছিলাম।

ত্নেশ্বর। কি শুনেছিলে? খুব খারাপ লোক? দেখে তাই মনে হচ্ছে?

পুলক। এত সহজে মানুষকে কি চেনা যায়?

ত্নেশ্বর। আর আমি যদি বলি চাকরি তোমায় দেবোই?

পুলক। তাতেও লোকের ধারণা বদলাবে না।

ত্নেশ্বর। তাহলে তুমি কি করবে আমার জন্যে?

পুলক। তেমন কথা তো কিছু দিইনি।

রত্নেশ্বর। চাকরির পরিবর্তেও না ?

পুলক। লোভ দেখাচ্ছেন ?

রত্নেশ্বর। তাহলে কোন সর্তেই তুমি রাজি নয় ?

পুলক। কি ক'রে রাজি হই বলুন ? আমার চাকরির বিনিময়ে বহু মানুষের যে ক্ষতি হবে—তার দাম যে অনেক বেশী !

রত্নেশ্বর। তাই ব'লে নিজের কথা ভাববে না ? কি বোকা ছেলে তুমি ?

পুলক। কিন্তু আমার বিবেক ? আদর্শ ? [ উঠে পড়ে ]

[ নেপথ্যে মাইকে অমিয়বাবুর কণ্ঠ ভেসে ওঠে ]

অমিয়। পুলক ! কি বলছিস ? আমার জীবন দিয়ে দেখলি না ? বিবেক ? আদর্শ ? সামুর অসৎপথের রোজগার যার গলা দিয়ে নামে, তার মুখে ওসব কথা সাজে না। এখনও সময় আছে। ভাল চাসতো রাজি হয়ে যা। নইলে আমি মরে গেলে তোর মা-বোন গিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ? সেটা ভেবেছিস ? পুলক, এখনও সময় আছে। রাজি হয়ে যা। পুলক—পুলক—

পুলক। ( অস্থিরতায় ) না—না—

রত্নেশ্বর। হঠাৎ কি হলো তোমার ? একটু খাবে ? খাওনা। খুব ভাল লাগবে।

পুলক। না—আপনি সমাজের শত্রু। এই ফাঁদে আর কেউ যাতে পা না দেয়, লোভের টোপ না গেলে, আমি সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখবো।

রত্নেশ্বর। দাঁড়াও পুলক—রত্নেশ্বরকে তাহলে এখনও চেনোনি। জীবন নিয়ে তুমি জুয়া খেলতে চলেছ। রাজনীতি বড় জটিল। বড় কুটিল।

পুলক। বাকি ইতিহাস আমার জানা আছে। চলি—নমস্কার।

রত্নেশ্বর। ইডিয়েট্ কোথাকার? আমার নাম রত্নেশ্বর। ইলেক্‌শনে আমাকে জিততেই হবে। তা সে যেমন করেই হ'ক।

[ রত্নেশ্বর প্রচণ্ড হাসিতে বেরিয়ে যায়। আলোটা এসে পড়ে সামনে; ঢোল, কাঁসি বেজে ওঠে। তারপর দেখা যায়—তালে তালে, নাচতে নাচতে ঢুকছে একজন। হাতে তার ভোটের বাক্স। মাঝখানে এসে স্থির হয়ে যায় চোখ বুজে। এবার আসে পুলিশ নাচতে নাচতে। সে এক কোণে দাঁড়ায়। তারপর ভোটার। হাতে ব্যালট্ পেপার। সেও নাচতে নাচতে ঢোকে। তার পেছনে বিষ্টু। হাতে ছুরি। সেও নাচতে নাচতে ঢুকছে আর শাসাচ্ছে ভোটারকে। ইঙ্গিতে ছাপ দিতে বলছে ঐখানে। ভোটার তখন কাঁপতে-কাঁপতে ছাপ দেওয়ার ভঙ্গি ক'রে ব্যালট্ পেপার বাক্সে ফেলে দেয়। ঢোল বেজে ওঠে জোরে। ওরা সবাই নাচতে নাচতে ফিরে যায় এক জোট হয়ে। ভোট পর্ব শেষ। এবার মঞ্চ কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকবে। তারপর সামনের আলো ফুটে উঠবে। তাতে দেখা যাবে পল্টু গোটা কতক মদের বোতল চাদর

চাপা দিয়ে সটকে পড়তে যাচ্ছে অতি সন্তর্পনে। এমন সময় লালু ঢুকে মুখোমুখি হয় অপর দিক থেকে। চমকে ওঠে পল্টু। হাত থেকে একটা বোতল পড়ে যায়। লালু সেটা তুলে নেয় টপ. ক'রে। ]

লালু। কি ব্যাপার রে? কোথায় চলেছিস এগুলো নিয়ে?

পল্টু পুলিশ!

লালু। তাই নাকি! দে ওগুলো আমার হাতে। কোন ভয় নেই। চাদরখানাও দে।

পল্টু। নিয়ে কেটে পড়বে না তো লালুদা?

লালু। তবে, ডাকবো পুলিশকে? দেখে যাক চোলাই মদের কারবার! তখন বুঝবি ঠেলা!

পল্টু। না-না—পরে এসে দিয়ে যেও কিন্তু?

লালু। দেবো-দেবো। তবে আমার একটা। তুই যা—কোন ভয় নেই। [ লালু চলে যায় ]

পল্ট। লালুদা খুব সময়ে এসে পড়েছিল। যাই দেখি—

[ পল্টু দোকানের দিকে চলে যায়। অপর দিক থেকে মোহন টলতে টলতে ঢোকে ]

মোহন তবে ঈর্ষানলে কেন জ্বলে হেরিলে অর্জুনে? কহে ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রের সমান।

[ এমন সময় অঞ্জলি ঢুকে, পথের মাঝে মোহনকে দেখে থমকে দাঁড়ায় ]

অঞ্জলি। পথ ছাড়ুন—

মোহন। কে তুমি? পাঞ্চালি?

অঞ্জলি। না—

মোহন। তবে তুমি অর্জুন-জননী?

অঞ্জলি। কি হচ্ছে রাস্তার মাঝে মোহনদা?

মোহন। আমি কর্ণ। কুরু সেনাপতি। কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ?

অঞ্জলি। শেষে তোমার এই পরিণতি? মদ খেয়ে এ্যাক্টিং ক'রে বেড়াচ্ছ? কি বিচিত্র এই জায়গাটা।

মোহন। দেবী, তব নতনেত্র কিরণ সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মত। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ'পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা। কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কি রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে, হে অপরিচিতা?

অঞ্জলি। তুমিও আমাকে চেনো, আমিও তোমায়। মনে নেই, স্কুলে 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' আবৃত্তি করেছিলাম একসঙ্গে। তুমি মেডেল পেয়েছিলে মোহনদা। এখনও আমার মনে আছে—ধৈর্য ধর,

ওরে বৎস ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে। কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

মোহন। তুমি রাজমাতা! কেন হেথা একাকিনী?
এ যে রণভূমি, আমি কুরু সেনাপতি।

অঞ্জলি। পুত্র, ভিক্ষা আছে।

মোহন। ভিক্ষা, মোর কাছে?

অঞ্জলি। এসেছি তোমারে নিতে।

মোহন। হে দেবী, শুনি স্বপ্ন তোমার বাণী, হেরো অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার,
শব্দহীনা ভাগীরথী—গেছ মোরে লয়ে
কোন মায়াচ্ছন্ন লোকে; বিস্মৃত আলয়ে—

অঞ্জলি। নাটক ক'রেই তুমি শেষ হয়ে যাবে মোহনদা। কারণ তুমি আজো জানো না, জীবনটা কত বড় নাটক। আর সেখানে আমাদের চরিত্রই বা কি!

মোহন। কেন তবে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুল-শীল-মানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?

অঞ্জলি। সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়,
তোরি লাগি বিশ্ব মাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।

মোহন। সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,

তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব—

অঞ্জলি। তুমি শত্রুজিৎ, অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্য মাঝে রত্ন-সিংহাসনে।

মোহন। সিংহাসন! সিংহাসন! হা-হা-হা—

অঞ্জলি। (স্বগত) তুমি কর্ণের ভূমিকায় নিজেকে ভোলাতে চাইছ মোহনদা। কিন্তু এর কোন উত্তর নেই। সেই মহাভারতের কাল থেকেই চলে আসছে এমনি অবিচার। একালে তাই তোমাকে—আমাকে নিজের চরিত্র ভুলে অভিনয় করতে হচ্ছে অন্যের চরিত্র। দুঃখ করো না। এই হয়ত আমাদের নিয়তি। এ যুগের চরম বঞ্চনা আর শোষণের অভিশাপ।

মোহন। করিও না ভয়।

কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমির ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে বাজিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান

জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

অঞ্জলি। মোহনদা! তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছ তুমি কে?

মোহন। জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট না হই॥

[ টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। অঞ্জলি দাঁড়িয়ে থাকে। পল্টু হাততালি দিতে দিতে ঢোকে। ]

পল্টু। খাসা জমিয়েছিল তো মোহনদা! তোমায় সঙ্গে পেলে করছিল বুঝি অঞ্জলিদি?

অঞ্জলি। হ্যাঁ—তুইও করবি পেলে? আমার নামটাও তো জেনে ফেলেছিস দেখছি।

পল্টু। পালার নামটা কি গো? কোথায় হবে? তাহলে দেখতে যেতুম। তুমিও সাজবে বুঝি?

অঞ্জলি। সেটা তোর মোহনদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না?

পল্টু। তাহলেই সেরেছে। ভাঁটিখানা আজ বন্ধ! এখুনি বলবে এই শালা পল্টে, নিয়ে আয় একখানা মাল।

অঞ্জলি। বন্ধ কেন?

পল্টু। পুলিশ এসেছিল একটু আগে। তুমিও কেটে পড়। নইলে

রোজ তুমি সন্ধ্যেবেলায় কোথায় যাও? আবার ভোরে কোত্থেকে ফেরো যদি জিজ্ঞেস করে?

অঞ্জলি। বলবি—শ্বশুরবাড়ী।

পল্টু। ধেৎ। তোমার বিয়ে হয়েছে নাকি? ওই ওরা আসছে। আমি পালাই। এখুনি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখলে খিস্তি করবে।

[ পল্টু পালায়। অঞ্জলিও পা বাড়াতে যাবে। এমনি সময় অনাদি ঢোকে হন্‌হনিয়ে ]

অনাদি। এই যে তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম।

অঞ্জলি। কি ব্যাপার! হঠাৎ এখানে অনাদিবাবু?

অনাদি। আছে দিদি। নইলে কি আর এই অনাদি বোস রাণীবাজারে ছুটে আসে। যাক, এখানে দেখা হয়ে গেল ভালই হলো। নইলে আবার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে হতো।

অঞ্জলি। কিন্তু আমার যে অন্য কাজ আছে। পরের ট্রেনেই যেতে হবে।

অনাদি। তা বললে কি শুনবো? রত্নেশ্বরবাবুর হুকুম। যেখান থেকে হোক তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

অঞ্জলি। সে তো বুঝলাম। কিন্তু—

অনাদি। বুঝেছি—বুঝেছি। এই যে—পাঠিয়েও দিয়েছেন। কেউ আবার দেখে ফেলবে না তো? [ টাকা দেয় ]

অঞ্জলি। চলুন—ওদিকটা গিয়ে কথা বলি। মুস্কিলে ফেললেন।

অনাদি। তা বললে কি শুনবো? কত্তা এবার ইলেক্‌শনে নামছেন।

অঞ্জলি। গাড়ী বোধ হয় লেট্ আছে। যাবেন কিসে?

অনাদি। চলো না—ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি। চুলোর দুয়ারে যাক তোমার ট্রেন। ও কোনদিন ঠিক সময়ে চলে? কে আবার আসছে! আমি এগিয়ে ট্যাক্সি দেখি। তুমি এসো দিদি—

[ অনাদি বেরিয়ে যায়। অঞ্জলি ব্যাগে টাকা রাখে। পুলক ঢোকে। ]

পুলক। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

অঞ্জলি। আমি তো রোজ এমনি সময়েই যাই—

পুলক। ও! আচ্ছা যাও—

অঞ্জলি। একটা কথা বলার ছিল পুলকদা।

পুলক। কি কথা?

অঞ্জলি। আপনার কাজ-কর্মের কিছু হলো?

পুলক। না—টিউশানিটাও ছেড়ে দিতে হবে এবার।

অঞ্জলি। কেন! ওইটুকুই যে আপনার সম্বল।

পুলক। সে অনেক কথা। তবে আমিও বদলে গেছি।

অঞ্জলি। কি রকম?

পুলক। তোমার মত নয় অবশ্য।

অঞ্জলি। ভালো। দেখতেই তো পাবো। আপনি উঠতে চাইছেন আর আমি নেমে চলেছি। যাই—অনাদিবাবু আবার দাঁড়িয়ে আছেন।

পুলক। রত্নেশ্বরবাবুর ও ম্যানেজার না?

অঞ্জলি। হ্যাঁ—চেনেন নাকি?

পুলক। তোমাকে তার কি দরকার?

অঞ্জলি। যে দরকারে আমার মত মেয়েকে বড়লোকেরা রাতের বেলায় ডাকে?

পুলক। ছিঃ অঞ্জলি! কাকে কি বলছো?

অঞ্জলি। আগেই তো বলেছি পুলকদা, সে-অঞ্জলি আমি নয়।

পুলক। তাই ব'লে এই রকম মরে বেঁচে থাকতে হবে!

অঞ্জলি। হ্যাঁ—আমি হেরে গেছি নিজের কাছে।

পুলক। তবু আমার অনুরোধ, আর যাই কবো, ঐ রত্নেশ্বরের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিও না। ওরা দেশের শত্রু, সমাজের—

অঞ্জলি। তাহলে আমার চলবে কি ক'রে?

পুলক। আমি চালাবো—

অঞ্জলি। আপনি কি আজ সত্যিই খেপে গেছেন?

পুলক। না হঠাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

অঞ্জলি। তবু ওটাই মনের কথা জানি। কিন্তু মেয়েদের যা গেলে আর কিছুই থাকে না, আমারও সেই অবস্থা। শুধু ঘৃণা আর লজ্জাই পাথেয় ক'রে এই আসা-যাওয়া পুলকদা।

পুলক। এতেও তুমি বাঁচতে পারবে না অঞ্জলি!

অঞ্জলি। সে আপনিও পারবেন না।

পুলক। কেন?

অঞ্জলি। কারণ ওটা অক্ষমের আক্রোশ। দুর্বলের প্রলাপ।

পুলক। তাহলে কি বলতে চাও ঐ রত্নেশ্বরের মত লোককে প্রতিরোধ করতে পারবে না কেউ?

অঞ্জলি। আমার মুখ থেকে সে জবাব চাইছেন?

পুলক। হ্যাঁ—বলো—তুমিই বলো ?

অঞ্জলি। কিন্তু আমার জন্যে ট্যাক্সির পেট্রোল পুড়ছে পুলকদা। রত্নেশ্বরবাবু হয়ত হাঁপিয়েও উঠছেন—

পুলক। তার আগে আমার জবাব চাই। নইলে তোমায় যেতে দেবো না অঞ্জলি। আজ আমি সত্যিই নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করছি।

অঞ্জলি। বড় দেরি হয়ে গেছে পুলকদা। নিজেকে শামুকের মত এতদিন গুটিয়ে রেখে আজ হঠাৎ বেরিয়ে এলে পায়ের চাপে থেঁতলেই যেতে হবে।

পুলক। তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না ? জানো লোকটা কি মতলব এঁটেছে ? তার ফল কি দাঁড়াবে ?

অঞ্জলি। সে জেনে আমার লাভ কি ?

পুলক। কিন্তু উত্তর তো একটা আছে ?

অঞ্জলি। প্রশ্ন যে অসংখ্য। আকাশের ঐ অগুনতি নক্ষত্রের মাঝে একটি খসে পড়ার হিসেব কে আর রাখে ?

পুলক। এবার থেকে আমি তার হিসেবই নিতে চাই অঞ্জলি ?

অঞ্জলি। সে তো ভাল কথা। অভাব হবে না আমার মত মেয়ের।

পুলক। কিন্তু যাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি—সেই বা কেন জীবনকে এড়িয়ে হার মানবে লোভের কাছে ?

অঞ্জলি। আমায় এমন ক'রে দুর্বল ক'রে দেবেন না পুলকদা।

পুলক। আমি তো চাই তুমি জ্বলে ওঠো।

অঞ্জলি। কি দিয়ে নিজেকে জ্বালাবো ?

পুলক। যা তোমার হরিয়েছে।

অঞ্জলি। হয় না—তা হয় না পুলকদা।

পুলক। আমি বিশ্বাস করি না। পারলে তুমিই পারবে: এ সমাজের তুমি এক নিপীড়িতা—নিগৃহীতা—

অঞ্জলি। বাকিটা মুখ দিয়ে না বেরোলেও সত্যিটা সত্যিই থেকে যাবে।

পুলক। বলো—কি সেটা?

অঞ্জলি। অর্থের বিনিময়ে আমি ধর্ষিতা পুলকদা --ধর্ষিতা—

[ কান্নার আবেগে অঞ্জলি বেরিয়ে গেল ]

পুলক। অঞ্জলি—অঞ্জলি—

[ ঠিক সেই সময় লালু ও মোহন গাইতে গাইতে ঢোকে ]

লালু। হরিদাসের কারণ সুধা,
মেটায় জ্বালা, মেটায় ক্ষুধা—
কিন্তু প্রেমের বেলায়? বুঝলে গুরু—
বানায় হাঁদা!
হরিদাসের কারণ সুধা—

মোহন। বেশ বেঁধেছিস তো গানখানা। কোথা থেকে ঝাঁপলি? এবার তোকে এমন একটা পার্ট দেবো—

লালু। তাইতো গুরু, ম্যানেজ করলাম একটা—( বোতল দেখায় ) পুলিসের হাতে যেতো, তার চেয়ে আমাদের পেটে গেল।

মোহন। আরে ব্রাদার, কি ভাবছ? নায়িকা চলে গেল বুঝি? তোমাকে এবার নায়কের পার্ট দেবো। খাসা মানাবে।

পুলক। আপনার ক্লাবের কি হলো মোহনদা ?

মোহন। ভেঙে গেছে।

লালু। এখন সবাই ইলেক্শন নিয়ে ব্যস্ত।

মোহন। কিস্‌স্যু হবে না ওদের। আমায় বলে কিনা ব্যাক-ডেটেড্। এসব এ্যাক্টিং নাকি চলে না। ওরা প্রগ্রেসিভ নাটক করবে।

লালু। যার না আছে শুরু, না আছে শেষ। শুধু চমকবাজী!

মোহন। দূর—দূর—ওসব কি নাটক! তুমি বলোতো ব্রাদার ?

পুলক। আমরা যে বড় দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি মোহনদা।

লালু। তাই ব'লে গুরুকে একদম বাতিল ?

মোহন। হাতে ধরে যাদের পার্ট শিখিয়েছি, তারা ঐ রত্নেশ্বরের টাকা খেয়ে আলাদা ক্লাব খুলেছে। সেখানে আমি কেউ নয়।

পুলক। আমি তোমাকে নিয়ে নতুন ক্লাব খুলবো মোহনদা।

লালু। আমাকে কিন্তু ভাল পার্ট দিতে হবে!

মোহন। দেবো।_ পুলক হবে নায়ক। অঞ্জলি নায়িকা। তারপর দেখবি আগুনের মত নাটক করবো।

পুলক। পারবে মোহনদা ? আমিও তাই চাই। নইলে এখানকার মানুষের ঘুম ভাঙানো যাবে না।

মোহন। বলো—কি করতে হবে

পুলক। আমি লিখে দেবো নতুন নাটক। যার প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠবে প্রতিবাদে মুখর। যার ভাষা হবে গদ্য-কবিতার মত। অর্থ হবে শাণিত ফলা। পারবে না সে নাটক করতে ?

মোহন। একটু শোনাতে পারিস্ পুলক ? দেখি কেমন জমবে ?

পুলক। কি দাম পেলাম তার ?

শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা—
নেই কোন প্রতিকার।
তবু মানুষের থাকে যদি
কোন অধিকার
এই পৃথিবীর বুকে
বেঁচে রহিবার
আমি লবো কণা মাত্রও ভাগ তার।
আর যদি লভি পরাজয়—

মোহন। সে যে বীরের মৃত্যু।

লালু। আমি রবো সাক্ষী তার—

পুলক। এসো খুঁজে দেখি
আপন অন্তর,
সত্য প্রেম বিশ্বাসের
আছে কি স্বাক্ষর ?

মোহন। তাহলেই হয়েছে !

পুলক। সে হিসাব করো ক্ষতি নাই—
মানবাত্মা অমর-অক্ষয়।
তাই যতটুকু দিতে পারি
তাই দিয়ে যাই—
আমরা মানুষ, সেই হোক
আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

[ এমন সময় ঢোকে অমিয়বাবু। ]

অমিয়। এ কি! পুলক, তুই এখনও বাড়ি যাসনি? সেই তো কখন বেরিয়েছিস্। এদের সঙ্গে এখানে কি করছিস্?

লালু। আমরা নাটক করছি কাকাবাবু।

অমিয়। লালু বুঝি? নাটক করছিস্? এই রাস্তার মাঝে? আর তুমি মোহন না?

লালু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

অমিয়। সে আর বোলো না বাবা। কত ধান্দায় যে ঘুরতে হয় এই বয়সে! অদৃষ্ট—সবই অদৃষ্ট। তা পুলককে নিয়ে আবার টানাটানি করছো কেন? কিছুই তো হল না ওর। শেষে তোমাদের পাল্লায় পড়লে যেটুকু আছে তাও যাবে।

মোহন। যাও ব্রাদার। ঘরের ছেলে ঘরে যাও। নতুন নাটক করা আর হলো না।

লালু। আমাদের পুরেনোই ভাল। চলো গুরু—

"হরিদাসের কারণ সুধা,

মেটায় জ্বালা, মেটায় ক্ষুধা—"

[ গাইতে গাইতে লালু ও মোহন চলে যায় ]

অমিয়। আয় পুলক—

পুলক। না—আপনি যান।

অমিয়। কেন, তুমি কি ওদের সঙ্গে গলায় ভাঁড় ঝোলাবে?

পুলক। সেটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন।

অমিয়। তবে কি করবি এখানে?

পুলক। ওদের ফেরাতে হবে।

অমিয়। আর আমরা বুঝি কেউ নয়? তোর মা'র ক'দিন জ্বর, উঠতে পারে না। সেদিকে হুঁশ আছে?

পুলক। তার জন্যে আপনারা তো রয়েছেন।

অমিয়। কেন, তুই ছেলে নয়? কোন কর্তব্য নেই তোর?

পুলক। আছে। তারই প্রমাণ দেবো এবার। যা হবে আপনার সন্তানের উপযুক্ত কাজ।

অমিয়। সেটা আবার কি?

পুলক। আমার জাগ্রত চেতনার প্রকাশ। সোচ্চার প্রতিবাদ।

অমিয়। তাহলে পাখা গজিয়েছে এবাব।

পুলক। না বাবা। বাঁচার দাবী চিরন্তন। এ মানুষের জন্মগত অধিকার।

অমিয়। তোমার মাকে গিয়ে তাহলে বলি—সর্বনাশের মাথায় পা। এতদিনের ভাল ছেলে এবার কমুনিস্টদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। পুলিসের নেক-নজরে পড়লো ব'লে!

পুলক। তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তো থেকেও নেই আপনাদের কাছে। আর বাপ হয়ে যখন ছেলেদের চোর-ছ্যাঁচোড় হতেই উপদেশ দেন, তখন মিথ্যে হয়ে যাক আমার এ পরিচয়।

অমিয়। তাতো বলবিই। এখন যে ভুলে গেছিস কি কষ্ট ক'রে তোকে মানুষ করেছিলাম? তার মূল্য তো এমনি ক'রেই দিতে হয়! ঠিক আছে। যা খুশী তাই কর। তবে আমারও কথা, ঐ সব ক'রে বেড়ালে আমার বাড়িতেও স্থান নেই।

পুলক। আপনি আশীর্বাদ করুন, এই পথ থেকেই যেন সত্যিকারের

পথ-সন্ধান পাই। যেখানে মানুষ অন্যায়-অবিচারের বন্দি হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে না নিয়ত। শোষণ আর বঞ্চনা হয় প্রতিহত। [ প্রণাম করে ]

অমিয়। থাক—থাক। পায়ে হাত দিতে হবে না। পিতৃভক্তির অনেক পরিচয় দিয়েছ। তবু শেষবারের মত বলছি, অমন কাজ করিস্‌নে। এখনও ফেরার পথ আছে। সান্নুর সঙ্গে রত্নেশ্বরবাবুর খুব দহরম-মহরম। সামনে ইলেক্‌শন। এই মওকায় নিজের আখের গুছিয়ে নে। এমন সুযোগ হারাস্‌ না।

পুলক। কিন্তু আমি যে আলোয় ফিরতে চাই। যা সূর্যের মত ভাস্বর। সেখানে রত্নেশ্বরদের স্থান নেই।

অমিয়। কিন্তু সে তোর কি ক্ষতি করেছে ?

পুলক। এ ব্যক্তির কথা নয়। সমষ্টির—একটা দুশ্চরিত্র, অসৎ ব্যবসায়ী, যার নেই শিক্ষা-দীক্ষা, যে বোঝে শুধু টাকা, তারই জোরে সে কিনে নেবে এতগুলো মানুষের প্রতিনিধিত্ব ? তা হয় না।

অমিয়। তুমি তাহলে গোল্লায় যাও। তোমার মুখ আর দেখতে যেন না হয়। তুই মর পুলক—তুই মর—

[ অমিয়বাবু চলে যায়। সান্নু ঢোকে। ]

সান্নু। কি হলো বড়দা ? বাবা অমন ক'রে চলে গেলেন কেন ?

পুলক। সবই তো শুনেছিস ঐ দোকানে বসে।

সান্নু। চলো—আমার সঙ্গে।

পুলক। কোথায় ?

মানু। বাড়িতে—

পুলক। না—তুই যা।

মানু। কিন্তু তুমি পারবে ওকে বাধা দিতে?

পুলক। চেষ্টা করবো।

মানু। কিন্তু কেন?

পুলক। কর্তব্য।

মানু। কিন্তু তুমি একা!

পুলক। কেন, তোরা তো আছিস?

মানু। সবাইকে ও টাকায় বশ করেছে।

পুলক। এতে তোদের ভাল হবে?

মানু। ভবিষ্যতের কথা ভাবি না।

পুলক। কেন ভাববি না? এ সমাজটা যে দিনে দিনে নরক হয়ে উঠেছে।

মানু। ওসব ভাবলে সংসারের কি হতো? তুমি বাপের বড় ছেলে হয়ে, বইয়ে মুখ গুঁজেই তো কাটিয়ে দিলে এতদিন!

পুলক। তারই প্রায়শ্চিত্তের সময় এবার এসেছে। বিক্ষোভ সম্বল ক'রে আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।

[ কান্তি ঢোকে এমন সময় ]

কান্তি। এক্সকিউজ মী। তোদের কথার মাঝে না এসে পারলাম না। আপনি কি করতে বলেন আমাদের বড়দা?

পুলক। ঐ রত্নেশ্বরকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ না দিতে।

কান্তি। যেই লঙ্কায় যায় সেই হয় রাবণ বড়দা। তুই ওঁকে

সামলা। নইলে বিপদে পড়তে হবে। আমি আসছি—টাকাগুলো রাখ। রত্নেশ্বরবাবু পাঠিয়েছেন।

[ কান্তি চলে যায় টাকা দিয়ে

পুলক। তাহলে শুনবিনা আমার কথা সানু ?

সানু। কি যে বলো তুমি বড়দা। এই তো দেখছো টাকা তারপর পুলিসই কি ছাড়বে ? ক'টা কেস ঝুলছে। খবর তো কিছু রাখো না ?

পুলক। রাখি সানু—রাখি। কিন্তু এতদিন পথ খুঁজে পাইনি।

[ এমন সময় বিষ্টু ঢোকে মস্তানের ভঙ্গিতে

বিষ্টু। কার সঙ্গে রেলা মারছিস রে সানু ?

সানু। ( লাফিয়ে ওঠে ) আরে! গুরু—তুমি। কখন এলে ?

বিষ্টু। এই তো। রত্নেশ্বরবাবু গাড়িখানা দিতেই চলে এলাম তোদের রাণীবাজারটা ঘুরতে।

সানু। কিন্তু আমাদের কথা পাকা ক'রে নিয়েছ তো গুরু ?

বিষ্টু। ওর বাপ চাকরি দেবে। তোদের ক'জনার যদি এই সুযোগে হিল্লে ক'রে না দিতে পারি তো এই বিষ্টু গুণ্ডার নামে কুকুর পুষবি। তবে ঐ রত্নেশ্বরকে জেতাতেই হবে।

সানু। একটু পায়ের ধুলো দাও গুরু।

বিষ্টু। হ্যাঁরে সানু পুলক ব'লে এখানে কে আছে রে ?

সানু। কেন ? ( থতমত খেয়ে )

[ পুলকও শোনে দূরে দাঁড়িয়ে ]

বিষ্টু। সে যদি এ ব্যাপারে মাথা গলাতে আসে, তাহলে—( চাকু বার করে )

সান্নু। গুরু!

[ পুলক চলে যায় ]

বিল্টু। লোকটা কে রে? অমন ক'রে চলে গেলে কেন?

সান্নু। ও আমার—চেনা লোক। চলো গুরু, চা খাবে।

[ কান্তি ঢোকে এমন সময় ]

কান্তি আরে—গুরু তুমি! পায়ের ধুলো দাও। কতদিন বাদে এ চত্বরে এলে?

সান্নু। এই পল্টে, চা নিয়ে আয়—( হেঁকে )

কান্তি। দূর—গুরু এলো আমাদের এখানে। আর শুধু চা খেয়ে যাবে? এই শালা ভাঁটিখানার মালিক—( চিৎকার )

বিল্টু। কি শুরু করলি বলতো?

[ হরিদাস ও পল্টু ঢোকে হনহনিয়ে ]

হরিদাস। কি! হয়েছে কি?

পল্টু। একেবারে চেঁচিয়ে যে গাঁ মাথায় করছো!

হরিদাস। লবডঙ্কা—

পল্টু। সেটি আর পাচ্ছ না। বন্ধ।

হরিদাস। এসেছিল আজ খোঁজ নিতে।

পল্টু। আবার আসবে ব'লে গেছে ইনস্‌পেক্টর!

বিল্টু। চোপ্—( ছোরা উঁচিয়ে )

হরিদাস। আমাদের কি অপরাধ বলুন? ( ভয়ে )

সান্নু। চেনো না তো একে?

কান্তি। আর এক পকেটে দেখবে?

[ বিল্টু অপর হাতে রিভলবার বার করে ]

সান্থ। আমাদের গুরু—

হরিদাস। বুঝেছি—বুঝেছি। আর বলতে হবে না। সাহেব-বাজারের বিষ্টুবাবু তো? সার্থক হলো চোখে দেখে। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছি। দিন—একটু পায়ের ধুলো দিন—

পল্টু। আমাকেও দেবেন একটু—

[ দুজনেই বিষ্টুর পায়ে সটান হয়ে পড়ে। ওরা তিনজন হাসিতে ফেটে পড়ে। মঞ্চ অন্ধকার হয়। ]

—বিরাম—

## —দ্বিতীয় পর্ব—

[ পর্দা সরে যেতে দেখা যায়—পেছনের উঁচু অংশে আলো। চেয়ারে বসে কথা হচ্ছে রত্নেশ্বর ও ইনস্‌পেক্টরের মধ্যে। অনাদি এক-পাশে দাঁড়িয়ে। এ্যাসট্রেতে পোড়া সিগারেটের ধোঁয়া উঠেছে। ]

ইনস্‌পেক্টর। সরি—রত্নেশ্বরবাবু। আপনি যা বলছেন, তা কোনমতেই সম্ভব নয়।

রত্নেশ্বর। আরে মশাই, আপনারা যদি এই কথা বলেন, তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?

ইনস্‌পেক্টর। কিন্তু আইন ব'লে তো একটা কথা আছে।

রত্নেশ্বর। বেশ তো—ছেলেটা যে পাকা কমুনিস্ট, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই?

ইনস্‌পেক্টর। তাতে কি যায় আসে?

রত্নেশ্বর। যদি প্রমাণ পান, যে ঐ পুলক ছেলেটা সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত?

ইনস্‌পেক্টর। সে আলাদা কথা। তবে আমি খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি তাতে তার বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ নেই যাতে—

রত্নেশ্বর। সে আমিও জানি। নইলে কি আর আপনার শরণাপন্ন হই!

ইনস্‌পেক্টর। তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন?

রত্নেশ্বর। অনাদি, চা দিতে বলেছ?

ইনস্‌পেক্টর। চা আমি খাই না রত্নেশ্বরবাবু।

রত্নেশ্বর। বলেন কি! চা খান না! আপনি দেখছি বদনাম ক'রে দেবেন! অন্য কি আনাবো বলুন?

ইনস্‌পেক্টর। কিচ্ছু না। ধন্যবাদ—

রত্নেশ্বর। অনাদি, তুমি তাহলে বাইরে অপেক্ষা করো।

[ অনাদি চলে যায় ]

ইনস্‌পেক্টর। আমিও উঠি—

রত্নেশ্বর। সেকি! আমার তাহলে কি হবে? রাখুন এটা।

[ খাম দেয় ]

ইনস্‌পেক্টর। কি আছে এতে?

রত্নেশ্বর। রাখুন না—পরে দেখবেন।

ইনস্‌পেক্টর। করকরে নোট মনে হচ্ছে! কত আছে?

রত্নেশ্বর। আপাতত দু'হাজার।

ইনস্‌পেক্টর। একজন সৎ—শিক্ষিত নাগরিকের অধিকার হরণ করতে এই যথেষ্ট! কি বলেন?

রত্নেশ্বর। আরে! ছি-ছি-ছি—এটা আপনাদের সম্মানী।

ইনস্‌পেক্টর। রেখে দিন—অন্য কাজে লাগাবেন।

রত্নেশ্বর। ওসব ব'লে আমাকে নিরাশ করতে পারবেন না। মাই আরনেস্ট রিকোয়েস্ট, আমার এ বিপদের দিনে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।

ইনস্‌পেক্টর। প্রয়োজনে নিশ্চয় করবো। তবে নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করবেন না। আর ঐ পুলক, আমার কলেজের বন্ধু। এটা মনে রাখবেন। অবশ্য আইন-

বিরোধী কিছু করলে অন্য কথা। আচ্ছা—চলি—নমস্কার—

রত্নেশ্বর। এটা ফেলে যাচ্ছেন ? ( খামটা দেখিয়ে )

ইনস্‌পেক্টর। না—আপনাকেই দিয়ে গেলাম। গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দেবেন। কারণ এ সময় আমার চেয়ে তারাই বেশি কাজে লাগবে। চলি রত্নেশ্বরবাবু—

[ ইনস্‌পেক্টর বেরিয়ে যায়। রত্নেশ্বরের মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। ]

রত্নেশ্বর। আচ্ছা—আমারও নাম রত্নেশ্বর। অনাদি—অনাদি—

[ অনাদি ঢোকে হনহনিয়ে ]

অনাদি। এই যে স্যার—আমি

রত্নেশ্বর। খামটা তুলে রাখো। ও পথে হবে না।

অনাদি। দেখেই বুঝেছিলাম। ছোকরা নতুন ঢুকেছে চাকরিতে।

রত্নেশ্বর। তাহলে এখন উপায় ?

অনাদি। ভাববার কথা স্যার! যেভাবে ঐ পুলকটা লেগেছে আপনার পেছনে—

রত্নেশ্বর। এখুনি ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে ? নইলে বিষ্টু তো এক পায়ে খাড়া। বললেই রাস্তা সাফ।

অনাদি। তাতে যদি লোকে আপনাকেই সন্দেহ করে ?

রত্নেশ্বর। তাই ভাবছি অনাদি—

অনাদি। আমি বলবো স্যার একটা কথা ?

রত্নেশ্বর। বলো ?

অনাদি। এখনও সময় আছে। আর শেষবেশ তো রইলই। এর মধ্যে অঞ্জলিকে দিয়ে যদি ঐ পুলককে—

রত্নেশ্বর। দি আইডিয়া!

অনাদি। দু'জনের মধ্যে ভাবসাবও আছে।

রত্নেশ্বর। আর্ ইউ সিওর্?

অনাদি। হ্যাঁ স্যার। সেদিন নিজের চোখে দেখেছি।

রত্নেশ্বর। এতদিনে তুমি একটা বুদ্ধি দিয়েছ! এবার দেখবো, ঐ পুলকের সুনাম আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি কিনা।

অনাদি। তবে স্যার, সহজে ফাঁদে পা দেবার ছেলে সে নয়।

রত্নেশ্বর। কিন্তু অঞ্জলি?

অনাদি। পারলে তুরুফ সেই করতে পারবে। কারণ টেক্কা তারই হাতে।

রত্নেশ্বর। আর বিবি আমার হাতে। কি বলো অনাদি? হা—হা—হা—

[ দুজনেই হেসে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে অঞ্জলি ঢোকে ]

অঞ্জলি। কি ব্যাপার? হঠাৎ হাসির ঘটা কেন এত?

রত্নেশ্বর। আরে! এসো—এসো। এ যে না চাইতেই জল?

অঞ্জলি। বসতে পারবো না কিন্তু। এক জায়গায় যেতে হবে।

রত্নেশ্বর। শুনছো অনাদি? কোথায় আমরা বসে আছি চাতক পাখির মত, আর এ বলে কিনা—

অনাদি। তাই কি কখন হয়! বসো দিদি। আমি যাই স্যার তাহলে এখন?

রত্নেশ্বর। কোথায় যাবে অনাদি? এ পৃথিবীতে জায়গা কোথায়?

অঞ্জলি। এত ভাবের কথা? হঠাৎ হলো কি?

অনাদি। আছে—

অঞ্জলি। কিন্তু আমি তো না জেনেই এসেছি।

রত্নেশ্বর। তাইতো মনে হচ্ছে অঞ্জলি, এই মুহূর্তে তোমার মত আপন আর কেউ নেই। আচ্ছা—তুমি যেতে পারো অনাদি। তবে যাবার আগে অঞ্জলির জন্যে—

অঞ্জলি। না—না। আমার শরীরটা ভাল নেই—

অনাদি। তা বললে কি শুনবো? আমি আসছি স্যার।

[ অনাদি ভেতরে যায় ]

রত্নেশ্বর। এবার বলো অঞ্জলি, কি করতে পারি তোমার জন্যে?

অঞ্জলি। তার আগে আপনি বলুন, হঠাৎ আমাকে কি এত দরকার পড়লো?

রত্নেশ্বর। আগে তুমি বলো অঞ্জলি?

অঞ্জলি। তাহলে কিন্তু না বললে শুনবো না। আমার জন্যে করতেই হবে।

রত্নেশ্বর। করবো—

অঞ্জলি। কি চাইছি না শুনেই?

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ—কল্পতরু হয়েছি। বলো কি চাও?

অঞ্জলি। আমার ভায়ের একটা চাকরি।

রত্নেশ্বর। এই কথা?

অঞ্জলি। ডায়মণ্ড ফ্যাক্টরিতে লোক নিচ্ছে। ওখানকার ম্যানেজার—

রত্নেশ্বর। জানি। আমার বন্ধুলোক। ডাইরেক্টরও আমার বিশেষ পরিচিত।

অঞ্জলি। তাহলে তো কথাই নেই। আমি নিশ্চিন্ত। এবার বলুন—আপনার জন্যে কি করিতে পারি আমি?

[ অনাদি মদের বোতল ও দুটো পাত্র নিয়ে ঢোকে ]

অনাদি। তার আগে একটু চুমুক দিয়ে নাও দিদি। শরীর-মন দুই-ই ভাল হবে।

রত্নেশ্বর। একটু কি অনাদি! অঞ্জলিকে আজ আমি—( গেলাসে মদ ঢালে )

অঞ্জলি। না—না, অত নয়। একটুখানি—

অনাদি। আমি যাই স্যার?

রত্নেশ্বর। এসো অনাদি। ধরো অঞ্জলি—ড্রিঙ্ক দি হেলথ অফ—

[ অনাদি চলে যায় ]

অঞ্জলি। রত্নেশ্বর—চ্যাটার্জি—

[ দুজনে গেলাসে গেলাস ঠেকায়। তারপর মুখে দেয় ]

রত্নেশ্বর। এবার কাজের কথা বলি?

অঞ্জলি। বলুন।

রত্নেশ্বর। আমি বড় বিপদে পড়েছি অঞ্জলি।

অঞ্জলি। কি রকম?

রত্নেশ্বর। সে অনেক কথা।

অঞ্জলি। তবু?

রত্নেশ্বর। আর একটু নাও—

অঞ্জলি। তাহলে ফিরবো কি ক'রে ?

রত্নেশ্বর। কেন, আমার দরজা কি বন্ধ ?

অঞ্জলি। সেটা তো চিরস্থায়ী নয় ?

রত্নেশ্বর। কিন্তু জীবনটাই কি তাই ?

অঞ্জলি। তবু ভাবতে হয়। মেয়েদের এই বয়সটাই যে পুঁজি রত্নেশ্বরবাবু।

রত্নেশ্বর। সত্যি অঞ্জলি, অনেক মেয়ে দেখলাম, কিন্তু তুমি এক্‌সেপ্‌শান। তোমাকে দেখলে আমার কি মনে হয় জানো ?

অঞ্জলি। কি ?

রত্নেশ্বর। কুয়াশায় ঢাকা সকালের ফুটন্ত মল্লিকা।

অঞ্জলি। আর আমার কি মনে হয় জানেন ?

রত্নেশ্বর। কি ?

অঞ্জলি। ভ্রমরের রাজা আপনি।

রত্নেশ্বর। কিন্তু তাতেও যে কাজ হচ্ছে না মল্লিকা।

অঞ্জলি। বাধাটা কোথায় ?

রত্নেশ্বর। পুলক—

অঞ্জলি। পুলক !

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ, তাকে বধ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। ফর্ মাই সেক্।

অঞ্জলি। কিন্তু সে যে বড় কঠিন কাজ রাজা ?

রত্নেশ্বর। (গেলাসে মদ ঢেলে দিয়ে) তবু তোমাকে নিয়ে যেতে

হবে তাকেঁ, আমার পথ থেকে সরিয়ে, তোমার নিভৃত কুঞ্জে মল্লিকা।

অঞ্জলি। তারপর রাজা? (মদে চুমুক দিয়ে)

রত্নেশ্বর। আমি নিষ্কণ্টক। ভাগ্যে মোর বিজয় গৌরব।

অঞ্জলি। আর আমি?

রত্নেশ্বর। বলো—তার কি পুরস্কার চাও?

অঞ্জলি। না—(শ্বাস ফেলে)

রত্নেশ্বর। কিছু না?

অঞ্জলি। না—(উঠে পড়ে নেশার ঝোঁকে)

[একটা কন্‌সার্টের সুর ভেসে আসে। রহস্যময় হয়ে ওঠে আলোটা]

রত্নেশ্বর। একি। কোথা যাও?

অঞ্জলি। এতটুকু স্থান কি মিলিবে না এই পৃথিবীতে অভাগিনীর তরে?

রত্নেশ্বর। রাজা রত্নেশ্বরের যে আশ্রিতা সে অভাগিনী?

অঞ্জলি। নইলে এমন আজ্ঞা হয় কি রাজার? তুমি ভীরু—কাপুরুষ

রত্নেশ্বর। মল্লিকা!

অঞ্জলি। সত্য—সত্য বলিয়াছি রাজা। যে বীর-নায়ক, ন্যায়-সত্য তরে দাঁড়ায়াছে সম্মুখে তোমার, তারে তুমি বধিতে চাও এই নটীনীরে দিয়ে?

রত্নেশ্বর। এরই নাম রাজনীতি মল্লিকা।

অঞ্জলি। তবে দূর হোক এমন রাজনীতি। কি কাজ এমন রাজা হবার?

রত্নেশ্বর। তুমি সুচতুরা বড় মল্লিকা।

অঞ্জলি। কিন্তু ভালবাসা ? তার যে অনেক—অনেক মূল্য রাজা।

রত্নেশ্বর। ভালবাসা! কারে তুমি ভালবাস ?

অঞ্জলি। নাম তার পুলক—

নিবারিতে চায় মানুষের দুঃখ

করিয়া দমন, দুঃশাসন শোষকের কুল—

রত্নেশ্বর। এর ফল কিন্তু বিষময় মল্লিকা।

অঞ্জলি। জানি রাজা। যে গরল করিয়াছি সেবন

তারই জ্বালায় আমি ছুটিয়াছি

নরক থেকে আর এক নরকে।

কিন্তু আর না! শেষ হোক, এই নটীনীর খেলা।

তাতে যদি মল্লিকার জীবনে নামে অন্ধকার—

তবু রইবে…সত্য-প্রেম-সংগ্রামে

আমার নমস্কার—

[ টলতে টলতে পা বাড়ায় ]

রত্নেশ্বর। মন্ত্রী—পথ রোধ করো ঐ নারীর। তারপর রাজা রত্নেশ্বর করিবে ওর উদ্ধত্যের বিচার।

অঞ্জলি। বিচার! হা-হা-হা—

কার বিচার কেবা করে রাজা ?

গৃহস্থ কন্যা হয়ে করি সুরা পান।

ক্ষুধার জ্বালায় করি দেহ দান।

তারপরও বিচার! হেথা এই অরণ্য আদিমে ?

হা-হা-হা-হা—

[ টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ]

রত্নেশ্বর। চলে গেল? চলে গেল? সেনাপতি—সেনাপতি

[ মঞ্চে অন্ধকার নামে। রত্নেশ্বর মদের বোতল-গেলাস তুলে নিয়ে টলতে-টলতে বেরিয়ে যায়। তারপর আলোটা গিয়ে পড়ে সামনে। দেখা যায় —বিষ্টু-কান্তি ও গোকুলকে ঢুকতে। ]

কান্তি। দেখলে তো গুরু, এদিকের অবস্থা। কি করা যায় বলোতো?

গোকুল। যেখানেই যাই, সবার মুখে এক কথা। পুলক আর পুলক।

বিষ্টু। চুপ কর। ওসব অনেক দেখা আছে।

কান্তি। কি করবো তাহলে তুমিই বলো গুরু?

বিষ্টু। যেমন ক'রে হোক, রত্নেশ্বরবাবুকে জেতাতেই হবে। সান্নু কোথায় গেছে রে?

গোকুল। এই তো ছিল—

বিষ্টু। ওর ওপরও নজর রাখবি।

কান্তি। কি বলছ গুরু! সান্নু তেমন ছেলেই নয়।

বিষ্টু। যা বলছি তাই শুনে রাখ।

[ সিগারেট বার ক'রে লাইটার দিয়ে ধরায় বিষ্টু। ]

গোকুল। চা খাবে গুরু?

বিষ্টু। না—এক কাজ করি। নেমেছি যখন—যা হোক হয়ে যাক্। কি বলিস্?

কান্তি। ওই দেখ গুরু, বেরিয়েছে দল বেঁধে। [ বাইরে দেখিয়ে ]

বিষ্টু। পারবি?

গোকুল। কি?

। একখানা পেটো ঝাড়তে ?

ন্তি। তারপর ?

। সটকে পড়বো তোদের নিয়ে। গাড়ি তো সঙ্গেই রয়েছে। বল ? পারবি ?

কুল। পারবো—

। এই নে—গলায় ঢাল। [ মদের শিশি বার ক'রে দেয় ]

কুল। দাও গুরু—নইলে জমবে না। [ গলায় ঢালে ]

ন্তি। আমায় দে গোকুল—[ গলায় ঢালে ]

। এবার এটা রাখ—[ পেটো দেয় ] তারপর সিধে গিয়ে উঠবি গাড়ীতে। রাইট্ ?

কুল। ঠিক আছে গুরু। তুমি যাও। আমরা আসছি।

[ বিষ্টু চলে যায়। ওদের চোখগুলো লাল হয়ে ওঠে ]

ন্তি। দেখ্ গোকুল, ওই সান্নুর বড়দা আসছে না ?

কুল। তাইত মনে হচ্ছে।

ন্তি। সরে আয় এদিকে। ঐ আড়ালটা থেকে ঝাড়বো।

কুল। গুড্-বাই বড়দা—গুড্-বাই—

[ কান্তি ও গোকুল বেরিয়ে যায়। অপর দিকে সান্নু ঢোকে। ]

ন্নু। কোথায় গেল এরা ? পেট্রোলের গন্ধ পাচ্ছি। তবে কি গুরু এসেছে ? যাই দেখি—

[বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটার আওয়াজ ও সান্নুর চিৎকার। ]

আঃ—আঃ—আঃ—

[ সেই চিৎকারকে চাপা দিয়ে লালুর কণ্ঠে গান ভেসে ওঠে

লালু। "শোন বন্ধু, শোনো—
এই রাণীবাজারের গোপন কথা—
ভোটের জন্য পাগল রত্নেশ্বর
আমরা এখন যাই কোথা ?

[ গাইতে গাইতে লালু ঢোকে। সঙ্গে মোহন ও পুলক

এই রাণীবাজারের গোপন কথা।
শোনো বন্ধু—শোনো—
আরও আছে সমাচার,
দেশের শত্রু, জাতির শত্রু,
ঐ রত্নেশ্বর—হও সবে হুঁশিয়ার।"

[ এমন সময় পল্টু চোখ মুছতে মুছতে দোকানে দিক থেকে আসে। ]

মোহন। একি! তুই কাঁদছিস কেন ?

পুলক। কি হয়েছেরে ?

পল্টু। সানুদা—

লালু। সানু! কি হয়েছে ?

পল্টু। তাকে বোম মেরেছে।

মোহন। বোম!

পুলক। কে মারলে ?

লালু। কখন ?

পল্টু। এইতো একটু আগে। হাসপাতালে নিয়ে গেল। চলো না —দোকানে গিয়ে সব শুনবে।

হন। সর্বনাশ। চ—লালু। জেনে আসি কি ব্যাপার।

ু। আমরা আসছি পুলকদা।

[ মোহন, লালু ও পল্টু দোকানের দিকে চলে যায় ]

ক। সান্নু, আমার কথা শুনলিনারে? এমনি ক'রে আত্মঘাতী হলি?

[ পুলক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এমন সময় অঞ্জলি স্টেশনের দিক থেকে ফেরে। ]

এই যে অঞ্জলি—আমাদের সান্নুর খবর কিছু জানো?

লি। না-তো। কি হয়েছে? আমি বাসে ক'রে ফিরছি।

ক। কারা নাকি ওকে বোমা মেরেছে?

লি। সেকি! তা আপনি এখানে বসে কেন?

ক। ওরা গেছে খবর নিতে। আমি বড় ক্লান্ত।

লি। আপনি এ পথ ছেড়ে দিন পুলকদা।

ক। এখন আর উপায় নেই।

লি। কিন্তু আমি যে বিপদের আভাষ পাচ্ছি।

ক। তাইতো এই রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি অঞ্জলি।

লি। আমাকেও সঙ্গে নিন পুলকদা?

ক। না—এ তোমার স্থান নয়। তুমি যাও অঞ্জলি—

লি। কিন্তু আমি যে আজ ফিরে যাব না ব'লেই এসেছি পুলকদা। সেদিন বলেছিলেন, আমার ভার নেবেন?

ক। আমার কি আছে অঞ্জলি?

ঞ্জলি। যা অনেকের নেই।

পুলক। হঠাৎ এমন কথা? আজও নেশা করেছ বুঝি?

অঞ্জলি। নেশা আমার কেটে গেছে পুলকদা। তাই আজ নিরাশ করবেন না। নইলে মৃত্যু ছাড়া কোন দর খোলা নেই আজ আমার জন্যে।

পুলক। কি বলছ তুমি অঞ্জলি?

অঞ্জলি। ঠিকই বলছি—ওরা এই দেহ নিয়ে খেলেছে এতদি আর আপনি মন নিয়ে। তাই এ জীবন থাকা আর থাকা!

পুলক। স্পষ্ট ক'রে বলো অঞ্জলি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি

অঞ্জলি। তুমি অন্ধ। নইলে সেদিনের অঞ্জলি আর আজ তফাৎটা চোখে ধরা পড়তো। শুধু ঘৃণাই করতে না।

[ চলে যেতে পা বাড়ায় ]

পুলক। শোনো অঞ্জলি—কোথায় যাচ্ছ? [ হাত ধরে ]

অঞ্জলি। হাত ছাড়ুন। আমার মরাই ভাল। জানেন না জীবন কেন কাটিয়েছি এতদিন? কিন্তু তারও তো এ শেষ আছে? এখন ওরা চায়, এ পথ থেকে সরাতে, অ তোমায় নষ্ট করি পুলকদা! কিন্তু কোন্ লো কিসের ভয়ে? আপনাকে দেবতার আসনে বসিয়ে থেকে যে পূজোই ক'রে এসেছি এতদিন।

পুলক। আমায় ক্ষমা করো অঞ্জলি।

অঞ্জলি। তাহলে বলুন—আপনার পাশে স্থান দেবেন রণক্ষেত্রে?

পুলক কিন্তু সে যে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন?

অঞ্জলি। তা হ'ক। শুধু গরল মন্থন করেছি এতদিন। এবার যদি অমৃতের স্বাদ পাই, কেন তা থেকে বঞ্চিত হবো? কেন?

পুলক। তাহলে এসো অঞ্জলি। অতীতকে ভুলে আমরা নিজেদের নতুন ক'রে গড়ি। চলো—প্রস্তুতি নিই আগামী দিনের জন্যে।

[ ওরা বেরিয়ে যায়। অপর দিকে চিৎকার ক'রে অমিয়বাবু ঢোকে ]

অমিয়। সা-নু—সা-নু—কই। কোথায় গেল আমার সানু! সানু—

[ হরিদাস ঢোকে দোকানের দিক থেকে। ]

এই যে হরিদাস। তুমি দেখেছ সানুকে? আমার সানুকে?

হরিদাস। হ্যাঁ—দেখেছিলাম। অনেকক্ষণ আগে—

অমিয়। তবে যে ওরা বললে আমার সানুকে—

হরিদাস। না-না—ভাল আছে। আপনি ঘরে যান অমিয়বাবু। ঘরে যান—

অমিয়। ঘর নয়—ও পাখির বাসা। ঝড় উঠেছে। এবার ভাঙবে।

হরিদাস। কেন ওসব চিন্তা করছেন? আপনি ঘরে যান।

অমিয়। তুমি শুনতে পাচ্ছ না ঝড়ের শব্দ? কিন্তু আমি পাচ্ছি! ঐ আসছে—

হরিদাস। আসুন—একটু চা খেয়ে যাবেন।

অমিয়। না—ওর মা বসে আছে। গিয়ে খবর দিতে হবে। পরে খাবো চা। তবে সাবধান হরিদাস। এ ঝড়ে যেন

তোমার চালাখানা উড়িয়ে নিয়ে না যায়? খুব সাবধান। কিচ্ছু বলা যায় না।

হরিদাস। কিন্তু কি ক'রে সাবধান হবো বলুন? যা অবস্থা হচ্ছে এখানকার।

অমিয়। তা সত্যি। আকাশে মেঘ করলেই তো ঝড় উঠবে। তাহলে যাই হরিদাস? সান্নুর খবর পেলে কিন্তু জানিও।

হরিদাস। নিশ্চয় জানাবো। আপনি এখন যান—

অমিয়। ঝড় আসছে। ঝড়—

[ অমিয়বাবু ফিরে যায় পাগলের মত ]

হরিদাস। আহারে—যদি সান্নু ভাল হয়ে ফিরে না আসে, বুড়ো বাপটার কি দশাই হবে! সত্যিই ঝড় উঠেছে এই রাণী-বাজারে!

[ হরিদাস দোকানের দিকে পা বাড়ায়। মোহন ও লালু ঢোকে। ]

মোহন। পালা শেষ। দেখলি তো? নায়ক—নায়িকাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল!

লালু। তাই ব'লে তুমি বোতল নিয়ে বসবে নাকি?

মোহন। তুই খাবি না? [ বসে পড়ে ]

লালু। না—কথা যখন দিয়েছি, তখন ও আর ছোঁবোই না।

মোহন। ম্যালা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস নে তো। এতদিনের অভ্যেস, ছেড়ে দিলেই হলো?

লালু। তাই ব'লে ঐ রত্নেশ্বর শালা ভোটে জিতবে?

মোহন। চুপ কর লালু। নইলে সান্নুর মত বেঘোরে প্রাণটা হারাবি। সিগারেট দে দেখি ?

লালু। এই একটাই আছে। আধখানা দিও কিন্তু—

[ মোহন সিগারেট ধরায় ]

মোহন। এখন কি নিয়ে থাকি বলতো ? এক নেশা ছেড়ে অন্য নেশায় কাটছিল ভাল।

লালু। আমিও তাই ভাবছি—অমন গানগুলো বাঁধলাম।

[ এমনি সময় নিঃসাড়ে ছদ্মবেশী রত্নেশ্বর রিভালবার হাতে ঢোকে ]

রত্নেশ্বর। ওঠে দাঁড়াও—

মোহন। কে !

লালু। তোমার হাতে ওটা কেন ?

মোহন। তুমি কি ঔরংজীব? আমাদের হত্যা করতে এসেছ ?

লালু। আমরা তো রাজা হতে চাই না।

মোহন। সিংহাসনও চাই না।

রত্নেশ্বর। কিন্তু অপরে চাইলে বিঘ্ন ঘটাও। তোমার গান আমি শুনেছি। কেন ও গান গাও ?

মোহন। ও ছেলেমানুষ। ভাল-মন্দ বোঝে না।

রত্নেশ্বর। ঘুম ভাঙানোর গান আমি গাইতে দেবো না।

লালু। ভয় দেখিয়ে গান গাওয়া বন্ধ করবেন ?

রত্নেশ্বর। গাইতে পারো। তবে রত্নেশ্বরের গুণগান। তারই জীবনের কীর্তিগাথা।

লালু। আমি পারবো না।

মোহন। আমারও পালা জমবে না।

রত্নেশ্বর। তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

লালু। মৃত্যু!

মোহন। কোন্ বিচারে!

রত্নেশ্বর। আমার বিচারে। বলো—কোন্‌টা পছন্দ? সময় দিচ্ছি ভাববার। পরে আবার আসবো। সেদিন এক ক উত্তর চাই। যদি ভাবো, পালিয়ে বাঁচবে, তাহলে বৃথা চেষ্টা। আমি ছায়ার মত অনুসরণ করবো। ঠিক যেমন মৃত্যুর শমন! দুয়ের একটা তোমাদের বেছে নিতেই হবে। এই ব'লে গেলাম—

[ ছদ্মবেশী রত্নেশ্বর অন্তর্হিত হয় ]

লালু। লোকটা কে গুরু?

মোহন। আমিও বুঝতে পারলাম না!

লালু। আমাদের পরীক্ষা কবতে এসেছিল নাকি?

মোহন। কিংবা এ হয়ত মনের দ্বন্দ্ব। নইলে কোথায় কে? কাউকে তো দেখ্‌ছি না। আয় দেখি ভাল ক'রে।

[ পুলক ও অঞ্জলি ঢোকে এমন সময়। ]

পুলক। কোথায় যাবে মোহনদা। আমরা ফিরে এসেছি—

অঞ্জলি। আমি তোমাব পাঞ্চালী মোহনদা—

মোহন। আমাকে কি দুর্যোধন সাজাতে চাস তোরা?

পুলক। না মোহনদা। তুমি পাণ্ডবপক্ষ।

লালু। আর আমি?

পুলক। তুমি বিবেক। জাগাবে মানুষের মরা-চেতনাকে।

অঞ্জলি। আর তুমি বুঝি অর্জুন?

পুলক। না অঞ্জলি। আমি এ যুগের মানুষ, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া মুক্তি নেই। তাই তো তোমাদের নিয়ে এসেছি রণক্ষেত্রে।

অঞ্জলি। আর আমি সেই নারী—যাকে দুঃশাসন থেকে সুরু ক'রে এ যুগের রত্নেশ্বর পর্যন্ত করেছে অপমান।

মোহন। সে বিচার রণক্ষেত্রেই হবে অঞ্জলি।

পুলক। কিন্তু তার প্রস্তুতি চাই মোহনদা। চলো আর দেরি করা ঠিক নয়।

মোহন। হে রণক্ষেত্র, আবার আসিব ফিরে। আজিকার মত দেহ বিদায়।

[ ওরা চলে যায়। ছুটে ঢোকে কান্তি ও গোকুল। ভয়ে—অনুশোচনায় তারা কি করবে ভেবে পায় না। ]

কান্তি। আর পাচ্ছি না—

গোকুল। এখানটায় বস একটু কান্তি।

কান্তি। সানুটা হাসপাতালে মরে গেল। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে গোকুল। এ আমি কি করলাম।

গোকুল। এক পাঁট গলায় ঢালতে পারলে ঠাণ্ডা হওয়া যেতো।

কান্তি। খবরদার—সানুকে মেরেছি ঐ কোরে।

গোকুল। এবার হয়ত আমাদের পালা।

কান্তি। এখন রাত না দিন রে?

গোকুল। রাত।

কান্তি। এটা কোন্ জায়গা?

গোকুল। ঠিক বুঝতে পারছি না।

কান্তি। এত অন্ধকার কেন? কাছে-পিঠে কোথাও আলো নেই?

গোকুল। না—

কান্তি। আমি ফিরে যাবো।

গোকুল। চুপ! কে যেন আসছে!

কান্তি। আমার ছোরাখানা দে গোকুল। আমার ছোরাখানা দে। এভাবে আমি ধরা দেবো না।

[ দুজনেই গায়ে গা দিয়ে দাঁড়ায়। আলোটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেখা গেল পা-পা ক'রে, রুলটা নাচাতে নাচাতে ইন্‌স্‌পেক্টর ঢুকছে। ]

গোকুল। না—না— আমি না— [ ভয়ে ]

কান্তি। আমি—আমি—

ইনস্‌পেক্টর। এক পা নড়লেই, মাথার খুলি দুটো ছাতু হয়ে যাবে।

গোকুল। আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ঘরে মা-ভাই-বোন আছে।

কান্তি। আমারও। তবে আমিই খুন করেছি সান্নুকে। ইচ্ছে ক'রে নয়। ওর বড়দাকে মারতে গিয়ে—

ইন্‌স্‌পেক্টর। এর আগেও তোমরা মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ টাকা-কড়ি, গহনা-পত্তর।

গোকুল। নিরুপায় হয়ে—বিশ্বাস করুন—

ইন্‌স্‌পেক্টর। তার শোধ এবার কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে। চলো— আমার সঙ্গে।

কান্তি। কোথায়?

ইন্‌স্‌পেক্টর। যেখানে তোমাদের বুকের ওপর চালানো হবে রোলার। তার ভারে তোমরা পিষে যাবে। কিন্তু মরবে না।

গোকুল। না-না—তার চেয়ে আপনি আমাদের হত্যা করুন।

কান্তি। সে যন্ত্রণা আমরা সহ্য করতে পারবো না।

ইন্‌স্‌পেক্টর। তবু সেই তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি।

গোকুল। আর আমরা এমন কাজ কোরবো না।

কান্তি। আমাদের একটা সুযোগ দিন। আমরা ভালো হয়ে যাবো।

গোকুল। দয়া করুন—আমাদের বাঁচান—

[ ওরা দুজনে গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টরের পা ধরতে যায়। সেই মুহূর্তে ইন্‌স্‌পেক্টর অন্তর্হিত হয়। ওরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে। এমন সময় পুলক, অঞ্জলি, মোহন ও লালু ঢোকে। ওদের দুজনকে দেখে বিস্ময়ে ব'লে ওঠে ]

পুলক। একি! তোমরা এখানে কি করছ?

মোহন। কান্তি-গোকুল—তোরা!

লালু। সানু—সানু কোথায়?

কান্তি। জানি না—আমরা জানি না।

[ ছুটে চলে যেতে পা বাড়ায়। কিন্তু হরিদাস ও পল্টু ঢুকে পথ রোধ করে। ]

হরিদাস। কোথায় যাচ্ছিস্ তোরা?

পল্টু। তোমরাই তো বোমা মেরেছিলে।

পুলক। এরা যা বলছে সত্যি? সে বেঁচে আছে?

কান্তি। না—

পুলক। নেই।

সকলে। ওঃ সান্নু।

হরিদাস। আহারে—বড় কষ্টে মরেছে। বড্ড কষ্টে—

পল্টু। আমার কাছে জল চেয়েছিল সান্নুদা—

কান্তি। বড়দা—আমরাই সান্নুকে মেরেছি।

গোকুল। এর যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে—

পুলক। আছে— [ মুখোমুখি হয়ে ]

মোহন। কি বলছিস পুলক? ওরা খুনী।

পুলক। না মোহনদা। ওরা নিরপরাধ। যারা ওদের খুনী ক'রে তুলেছে তাদের সঙ্গেই আমাদের বোঝাপড়া।

[ পাগলের মত ঢোকে অমিয়বাবু ]

অমিয়। নেবো—আমি তার শোধ নেবো। কে? কে মেরেছে আমার সান্নুকে? বলো তোমরা? কে মেরেছে?

অঞ্জলি। কাকাবাবু, আপনি অস্থির হবেন না। সান্নু মরেনি আপনার।

অমিয়। মরেনি! তবে যে সবাই বলছে সে মরেছে। তুই চুপ ক'রে কেন পুলক? বল্—সান্নু কোথায়?

পুলক। আপনি শান্ত হন বাবা। সান্নু আছে।

অমিয়। না-না—তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই যে হরিদাস, মুখ নিচু ক'রে কেন? ভেবেছিলে খবর পাবো না?

হরিদাস। অমিয়বাবু!

অমিয়। এই যে মোহন, তোমার চোখ দুটো অমন ছলছল করছে কেন? আজ তো নেশা করোনি মনে হচ্ছে।

মোহন। কাকাবাবু!

অমিয়। এই পল্টু, তুই কাঁদছিস্ কেন?

পল্টু। সান্নুদা নেই। [ কান্নায় ]

অমিয়। নেই! এরা তাহলে এতক্ষণ মিথ্যে বলছিল? বুঝেছি— কিন্তু এখন ওর মাকে গিয়ে তাহলে কি বলবো?

পুলক। আমি গিয়ে যা বলার বলছি। আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

অমিয়। তুই ফিরে যাবি পুলক?

পুলক। হ্যাঁ বাবা। সবার দরজা যখন খুলে গেছে তখন আপনার কাছ থেকে কেন আর দূরে থাকি?

অমিয়। সান্নু গেল! তুই আসবি! আবার তুই যেদিন যাবি, সেদিন কে আসবে? আমি কি তবে শ্মশান জাগাতে বসে থাকবো? না-না—সে আমি পারবো না। তার আগে আমি যেন মরতে পারি। হা ঈশ্বর—এ তোমার কি লীলাখেলা! সান্নু—সান্নুরে—সান্নু—

[ অমিয়বাবু কান্নার ঝড় তুলে বেরিয়ে যায় ]

মোহন। উঃ! কি করুণ দৃশ্য। সন্তান-হারা পিতা!

অঞ্জলি। অনুতাপে ভরা এদের মুখগুলো দেখো মোহনদা!

[ কান্তি-গোকুলকে ]

হরিদাস। তার জন্যে আমিও কম দায়ী নয়। আমাদের দোকানের ওই ছাই-পাঁশগুলো খেয়েই ওদের মাথার ঠিক ছিল না।

পল্টু। কিন্তু যে গেল, সে তো আর ফিরবে না!

লালু। না—থাকবে শুধু স্মৃতি-চিহ্ন।

কান্তি। না-না—সে আমরা সহ্য করতে পারবো না।

গোকুল। চলে যাবো এখান থেকে দূরে। অনেক দূরে।

পুলক। না—এ অনুতাপের সময় নয়। আর পালিয়ে গিয়ে কোথায় বাঁচবে? আমি শুনতে পাচ্ছি নবজাতকের পদধ্বনি। করো অঙ্গীকার, এ সমাজটাকে নতুন ক'রে গড়তে, এই রণক্ষেত্রেই দেবে তার পরিচয়। যেখানে শোষণের রথ হবে স্তব্ধ।

সকলে। আমরা যুদ্ধ চাই—আমরা যুদ্ধ চাই—

মোহন। কোথায় সেই এ যুগের দুর্যোধন—রত্নেশ্বর?

অঞ্জলি। আর দুঃশাসন—ঝুটেমল। সম্মুখ সমরে বধিতে হবে তাদের। এই আমার পণ।

মোহন। দেহ রণ—দেহ রণ—

পুলক। সেই রণে আমি সেনাপতি।

মোহন। আমি হবো তব সারথি।

লালু। আর আমরা সৈনিক।

অন্যেরা। আমরা সৈনিক।

পুলক। তাহলে ধরো অস্ত্র। করো রণসজ্জা। সূর্যকে আমরা ছিনিয়ে আনবোই।

[ পৌরাণিক যুদ্ধ-চিত্রের মত ওরা সাজিয়ে নেয় নিজেদের। পুলক আর মোহন বাক্সের ওপর দাঁড়ায়। আর সকলে নীচে। কেউ বা হাঁটু গেড়ে বসে। হাতে ধরা যেন পুরাকালের অস্ত্র। তারপর সকলেই নির্বাক-নিশ্চল। রঙিন আলোতে মনে হয় শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক সংগ্রামের ছবি। ধীরে-ধীরে পর্দা নেমে আসে। ]

**সমাপ্ত**